শৈক্ষিক দিনপঞ্জী

নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক সকল বিদ্যালয়ের জন্য
('ক' শ্রেণি থেকে ৮ ম শ্রেণি পর্যন্ত)

শিক্ষাবর্ষ
২০১৭

অসম সরকার

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ

প্রস্তুতকর্তা
রাজ্যিক শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম
কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটী - ৭৮১০১৯

প্রদূষন সজাগতা

আমাদের সকলের জন্য এই পৃথিবী হচ্ছে একটি সুন্দর স্বর্গ। মানবজাতির জন্য একমাত্র গৃহ, যা সকল জীবকে বেঁচে থাকার সম্বল যুগিয়েছে। তাঁই আমাদের এই পৃথিবীকে আমরা প্রদূষন মুক্ত করে রাখি আসুন।

আমাদের এক সুন্দর কর্মের দ্বারা এক মহৎ ব্যবধানের সূচনা হতে পারে, কেননা—

১) গাছ আমাদের অক্সিজেন যোগায়। সূতরাং আসুন আমরা বনাঞ্চল রক্ষা করি।

২) প্রত্যেক স্মরনীয় দিনগুলিতে একটি করে গাছের চারা রোপন করে পৃথিবীকে সুরক্ষিত করি আসুন।

৩) গাছের শুকনো পাতা, আবর্জনা, প্লাষ্টিক ইত্যাদি জ্বালাতে বাধা দিই আসুন।

৪) ফেলে দেওয়া শাক-পাচালি, ফল-মূল ইত্যাদি থেকে জেবিক সার প্রস্তুত করে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করি আসুন।

৫) শব্দের তীব্রতা হ্রাস করে পরিবেশ প্রদূষনমুক্ত করে রাখি আসুন।

ডাল-পাতা থাকা ৪০ ফুট ব্যাসার্ধের একটি অশ্বত্থগাছ প্রতি ঘন্টায় ৪০,০০০ কিলোগ্রাম কার্বনডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস গ্রহন করে এবং প্রতি ঘন্টায় ২০০০ কিলোগ্রাম অক্সিজেন ত্যাগ করে।

উৎস ঃবেসরকারী সংস্থা 'বন-বননী'

অসম সরকার

সঞ্চালকালয়, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-১৯

ফোন/ফ্যাক্স ঃ (০৩৬১) ২৩৮২৫০৭

বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর, যৌথ সমন্বয়রক্ষী সমিতির সিদ্ধান্তমর্মে অসমের প্রত্যেক প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষে শৈক্ষিক দিনপঞ্জি কার্যকরী করার জন্য প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।

যেকোনো স্পষ্টিকরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন '

(শেৱালী দেৱী শর্মা, এ. সি. এস)
সঞ্চালক,
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম
কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০১৯

স্মারক নং এস.সি.ই.আর.টি/এ. সি. এ/এ.সি/৩২৭/২০১৪/৭৯ তারিখ ঃ ২৬/১২/২০১৬

প্রতিলিপি ঃ-

১। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব, অসম, দিশপুর, গুয়াহাটি-৬।
২। মহাধ্যক্ষ-সচিব, শিক্ষা বিভাগ, অসম সচিবালয়, দিশপুর, গুয়াহাটি-৬।
৩। মিশন সঞ্চালক, সর্বশিক্ষা অভিযান, অসম, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-১৯।
৪। মিশন সঞ্চালক, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, অসম।
৫। সঞ্চালক, মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসম, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-১৯।
৬। সঞ্চালক, প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসম, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-১৯।
৭। শিক্ষা সঞ্চালক, বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল কাউন্সিল।
৮। সচিব, অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বামুনিমৈদাম, গুয়াহাটি-২১।
৯। সচিব, অসম মাধ্যামিক শিক্ষা পরিষদ, বামুনিমৈদাম, গুয়াহাটি-২১।
১০। প্রত্যেক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক।
১১। প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক।
১২। প্রত্যেক কার্যবাহী সদস্য, জেলা স্বায়ত্ব শাসিত পরিষদ - কার্বি আংলং ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা।
১৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক - কার্বি আংলং ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা।
১৪। প্রত্যেক উচ্চতর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান।
১৫। প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংস্থাগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।
১৬। প্রত্যেক রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের আধিকারিক।

(শেৱালী দেৱী শর্মা, এ. সি. এস.)
সঞ্চালক,
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম
কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০১৯

নির্দেশনা

- প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী দিনপঞ্জির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বেন।
- প্রতিমাসে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে শৈক্ষিক দিনপঞ্জির নির্দেশনাসমূহ আলোচনা করে মাসটিতে করণীয় কার্যসমূহের অগ্রীম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেবেন।

সূচিপত্র

১।	শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৫	১
২।	দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো	২-৩
৩।	বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নীতি শিক্ষা আহরণের জন্য নির্দেশাবলি	৪-৫
৪।	বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর ভূমিকা	৬
৫।	প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায়ের কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলো	৭-১৬
৬।	বার্ষিক কার্য পরিকল্পনা	১৭-১৮
৭।	প্রাতঃসভায় করণীয় কয়েকটি বাধ্যতামূলক কার্য	১৮
৮।	মূল্যবোধ শিক্ষা	১৯
৯।	অংশভিত্তিক পাঠগুলোর বিভাজন	২০-২১
১০।	অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন	২২-৩০
১১।	ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতির খতিয়ান	৩১-৩৩
১২।	মাস অনুযায়ী বিস্তৃত কার্যসূচি	৩৪-৪৫
১৩।	২০১৭ শিক্ষা-বর্ষের মাস অনুযায়ী শ্রেণি দিন, কর্ম দিন, উদ্‌যাপন দিন, মূল্যায়ন দিন ও বন্ধ দিনের তালিকা	৪৬
১৪।	দৈনিক সময় তালিকা	৪৭-৫০
১৫।	প্রাতঃসভায় গ্রহণীয় সংকল্পের কয়েকটি নমুনা	৫১
১৬।	উদ্‌যাপন দিবসগুলোর তাৎপর্য এবং তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫২-৫৭
১৭।	স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা	৫৭
১৮।	জাতীয় সংগীত এবং রাষ্ট্রীয় সংগীত	৫৮
১৯।	গুণোৎসব (গুণগতশুশক্ষা প্রসারের এক অভিনব পদক্ষেপ)	৫৯-৬০
২০।	শিশুরা যা দেখে তাই শেখে	
২১।	২০১৭ বর্ষের দিনপঞ্জি	

শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯

শিশুর শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করতে...

- ৬-১৪ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুর ৮ বৎসর ব্যাপী বিনামূল্যের এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- ৬ বছরের উর্দ্ধের কোনো শিশুর যদি বিদ্যালয়ে নামভর্তি করা না হয়ে থাকে বা কোনো শিশু যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাহলে বয়স অনুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভর্তি করতে হবে।
- নাম ভর্তির সময় শিশু, পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকের কোনো ধরনের বাছাই পরীক্ষা নেওয়া চলবে না।
- নাম ভর্তির জন্য বদলি বা জন্মের প্রমাণপত্র অন্তরায় হতে পারবে না ।
- ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি, বাধাগ্রস্ততা নির্বিশেষে সব শিশুর প্রতি সম আচরণ এবং শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট শিক্ষা বর্ষে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ না করে বসিয়ে রাখা বা শিশুটির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা চলবে না।
- ৬ - ১৪ বছরের কোনো শিশুকে শারিরীক বা মানসিক ভাবে নির্যাতন করা চলবে না।
- বিদ্যালয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের শিকন ক্ষমতা অনুযায়ী শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষন শিখন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শিক্ষন যোগ্যতা নির্ণয় করতে অবিরত সামগ্রীক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সনাক্ত করে বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রচেষ্টা/ব্যবস্থা প্রবজনকারী শিশুদের ক্ষেত্রেও করতে হবে।
- কোনো শিক্ষক ঘরোয়া শিক্ষকতা করতে পারবে না।
- বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদেরও সমান সুবিধা নিরাপত্তা এবং সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে উৎসাহিত করতে হবে।
- প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ন্যূনতম কর্মদিন ২০০ এবং ৪০০ ঘন্টা পাঠদান। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ন্যূনতম ২২০ দিন এবং ১০০০ ঘন্টা পাঠদান হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
- **প্রত্যেক শিক্ষককে সপ্তাহে ৪৫ ঘন্টা অর্থাৎ দৈনিক গড় হিসাবে ৭ ঘন্টা ৩০ মিনিট বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করতে হবে। দৈনিক সময় তালিকার সময়টুকু ছাড়া অবশিষ্ট সময়ে শিক্ষকরা শিক্ষণীয় ক্ষেত্রের প্রস্তুতি অর্থাৎ পরবর্তী দিনের জন্য পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষন শিখন সামগ্রী প্রস্তুত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণি এবং গৃহকর্মের মূল্যায়ন, অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতকরণ করার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের কার্যসূচী ঠিক করা এবং শৈক্ষিক ক্ষেত্রে সমানতালে এগিয়ে যেতে অক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় দিক সমূহের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।**

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০০৫

শিশুর অধিকার সুরক্ষা আয়োগ আইন, ২০০৫এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি—

- প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে বা আইন দ্বারা প্রদত্ত শিশুর অধিকার সুরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা আর পুনরীক্ষণ করে এইগুলো বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শ প্রদান কর।
- আয়োগের সুবিধা অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থাসমূহের কার্যকরণের ওপরে রাজ্য সরকারকে সময়ে সময়ে প্রতিবেদন দাখিল কর।
- শিশুর কোনো অধিকার উল্লঙ্ঘনজনিত বিষয়ের ওপরে তাৎক্ষণিক তদন্ত সম্পাদন কর। এবং এই ক্ষেত্রে করণীয় কার্যব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দেওয়া।
- শিশুর অধিকারকে বাধাগ্রস্থ করে সেই উপাদানগুলো হচ্ছে— সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, বিদ্রোহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এইচ আই ভি/এইডস্, মানব সরবরাহ, অসৎ আচরণ, উৎপীড়ন ও শোষণ, অশ্লীলতা ও বেশ্যাবৃত্তি এবং অন্যান্য অসামাজিক কার্য ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থাবলির নির্দেশ দেওয়া।
- যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশু, পশ্চাৎপদতা অথবা অনগ্রসরতায় ভোগা শিশু, শিশু/কৈশোর অপরাধে লিপ্ত শিশু, পরিবারহীন শিশু, কারাবন্দী শিশুর ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া যায় বা তারা পেতে পারে সেরকম যত্ন বা নিরাপত্তা সম্পর্কীয় দিকগুলো সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করে তার জন্য গ্রহনীয় উপযুক্ত ব্যবস্থাবলি সন্দর্ভে নির্দেশ দেওয়া।
- শিশুর অধিকার সন্দর্ভে সময়ে সময়ে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তি, আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ অধ্যয়ন করা, শিশুর অধিকার বিষয়ক কাজকর্ম, বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কার্যাবলিসমূহ সময়ে সময়ে পুনরীক্ষণ করা আর এই কার্যাবলী তথা নীতি-নিয়মসমূহের প্রতি শিশুর আগ্রহ ও মনোযোগ সাপেক্ষে কার্যকরী করার নির্দেশ জারি কর।
- 'শিশুর অধিকার' শীর্ষক বিষয়ের ওপরে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করা এবং সেই মর্মে উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ কর।
- শিশুর অধিকার কার্যকরিকরণ সন্দর্ভে সংবাদ মাধ্যম, আলোচনা চক্র, সজাগতামূলক কার্যসূচি তথা অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে প্রচার চালানো এবং অধিকারসমূহ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- যেকোনো অভিযোগ সন্দর্ভে অনুসন্ধান চালানো এবং নেজেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা।

বিঃ দ্রঃ - অসম সরকারের আদেশ মর্মে ৪ মার্চ রাজ্যভিত্তিক **'শিশু সুরক্ষা দিবস'** পালন করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো

- প্রতিদিন বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কার্যসূচি শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষয়িত্রীর এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর তত্বাবধানে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে সাফাই কার্যের দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিষ্কার করবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের চৌপাশ সমবেতভাবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- প্রতিদিন সাফাই কার্যের পর নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃসভা পালন করে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করবেন। **প্রাতঃসভায় প্রতিদিন রাষ্ট্রীয় সংগীত বা অসমের জাতীয় সংগীত গাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন।** প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নজর দেবেন। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী নির্ধারিত শ্রেণির শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রাতঃসভায় সঠিক সময়ে উপস্থিতি এবং অন্যান্য কার্যসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে টুকে রেখে তার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন।
- প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ছোটোবেলা থেকেই সু-স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সেইজন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন—

  — অনাময়

  — পানীয় জল ও খাদ্য গ্রহণ

  — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- 'ক' শ্রেণির জন্য প্রতিদিন ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের সময়সূচি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সময়সূচি প্রার্থনা সভা থেকে শুরু হবে।
- প্রাথমিক পর্যায় ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য দৈনিক সময়সূচি যথাক্রমে ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট অর্থাৎ **৯ টা থেকে ১.৪৫ টা পর্যন্ত এবং ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অর্থাৎ ৯ টা থেকে ২.৩০ টা পর্যন্ত** নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাঝখানে ৩০ মিনিট সময় মধ্যাহ্ন বিরতি এবং ১৫ মিনিট প্রাতঃসভার জন্য গণ্য করা হবে। **পাঠদান কার্য ঠিক ৯.১৫ টা থেকে আরম্ভ হবে।** প্রত্যেক শিক্ষক বিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শ্রেণিকক্ষগুলো ও বিদ্যালয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সঙ্গে প্রার্থনার ব্যবস্থা করবেন।

বিদ্যালয়ের সময়সূচি ঃ

'ক' শ্রেণির শিশুর জন্য নির্ধারিত ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় নিম্নলিখিত ধরণে ভাগ করে নেবেন—

প্রাতঃসভা (প্রয়োজনে এই সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন)	–	১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	–	১২৫ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন/বিরতির সময়	–	১০ মিনিট

প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১.৪৫ টা পর্যন্ত)সময় বিদ্যালয়ে থাকবে। উক্ত সময় নিম্নলিখিত ধরনে ভাগ করে নেবেন—

প্রাতঃসভা (প্রয়োজনে এই সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন)	–	১৫ মিনিট

শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	–	২৪০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন/বিরতির সময়	–	৩০ মিনিট

উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত) **বিদ্যালয়ে থাকবে। উক্ত সময় নিম্নলিখিত ধরনে ভাগ করে নেবেন—**

প্রাতঃসভা (প্রয়োজনে এই সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন)	–	১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	–	২৮৫ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন/বিরতির সময়	–	৩০ মিনিট

- ❑ শৈক্ষিক দিনপঞ্জি অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকেই শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে। এই দিনটি শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যারম্ভ উৎসব হিসেবে গণ্য করবেন।
- ❑ অভিভাবকের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি আর নিয়মিত পাঠদান সম্পর্কে ১৮ জানুয়ারি আলোচনা করবেন।
- ❑ শৈক্ষিক দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করা **'উদ্‌যাপন দিবসগুলো'** বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপন করে তার প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে (যদি কোনো উদ্‌যাপন দিবস বন্ধ বা রবিবার দিন হয় তবে সেই দিবসটি নির্দিষ্ট বন্ধের পূর্বে বা পরের দিন অনুষ্ঠিত করতে পারবেন)। তদুপরি স্থান বিশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে দিবস উদ্‌যাপন করার সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করবেন।
- ❑ জেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী স্থানীয় বন্ধের দিন পালন করবেন।
- ❑ **কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়োগ ঘটলে সেদিনের শেষ পিরিওডে 'শোক সভা'র আয়োজন করবেন। কোনো ভাবেই জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বিদ্যালয় বন্ধ বা অর্ধ ছুটি ঘোষণা করা যাবে না।**
- ❑ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সময় সময় শৈক্ষিক দিনপঞ্জির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো যথা সময় জানানো হবে।
- ❑ বন্যা বা অন্য কোনো কারণে শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হলে বন্ধের দিন বা রবিবারে পাঠদান করে এই ক্ষতি পূর্ণ করতে হবে।
- ❑ মণ্ডল দক্ষ শিক্ষক সভা, কেন্দ্র সভা ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জোন্যাল মিটিং (Zonal Meeting) প্রতিমাসে সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো একটি শনিবারে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হবে।
- ❑ বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু থাকলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পাঠ আদান-প্রদান করার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপগুলো সহজভাবে উপস্থাপন বা পরিবর্তন করে তাদের সাহায্যার্থে নমনীয় করা বাঞ্ছনীয়।
- ❑ শিক্ষকেরা শিশুর পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সঙ্গে প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে শিশুদের উপস্থিতি, শেখন দক্ষতা, অগ্রগতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অবগত করাবেন।

সঞ্চালক,
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম
কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি - ৭৮ ১০১৯।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর নীতি শিক্ষা আহরণের জন্য নির্দেশাবলি

শিক্ষক দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নীতি শিক্ষা ও মূল্যবোধের ভাব জাগ্রত করার জন্য নিম্নে কিছু কাজের কথা বলা হল—

- প্রাতঃসভায় ৫ মিনিট সময় নীতি শিক্ষা ও মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য রাখবেন, এর মধ্যে ১ মিনিট সময় ধ্যানের জন্য নির্ধারিত করবেন, ৫ মিনিট সময় মহৎ লোকের বাণী পড়া হবে (শিক্ষক বা ছাত্র-ছাত্রী লিখে আনবে) আর বাকি ৫ মিনিট সময় নীতি শিক্ষা বা মূল্যবোধের প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করবেন।
- কখনোবা মৌনব্রত করাবেন। মৌনব্রতের পর ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ভাব ব্যাক্ত করতে দেবেন।
- শারীরিক শিক্ষার পিরিওডে ড্রিল, যোগাসন, প্রাণায়াম করাবেন।
- ভাষার পিরিওডে মাসে একদিন পাঠ্যপুস্তক থেকে নীতি ও মূল্যবোধ সমন্বিত গল্প বেছে ছাত্র-ছাত্রীদের বলবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গল্প, সত্য, ত্যাগ, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি গল্প যেগুলোতে সদগুণ প্রকাশ পায় সেগুলো শোনানো উচিত, যেমন— হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান, শ্রবণের পিতৃভক্তি, ইসপের গল্প, লোক-কাহিনি ইত্যাদি। তাছাড়াও মাসে অন্ততঃ একদিন মহৎ লোক, বীর পুরুষ, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবনী ও তাঁদের অবদানের বিষয়ে বলবেন।
- কলা শিক্ষার পিরিওডে সপ্তাহে একদিন দেশপ্রেমমূলক, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ভাব যে গানের দ্বারা জাগ্রত হয়, সেসব গান গাওয়াবেন।
- বিদ্যালয় ছুটী হবার সময় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শারি বেধে দাঁড়াতে বলবেন তারপর তাদের অসমের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বলবেন।
- নিজের জন্মদিনে একটি চারা গাছ রোপন করে সেটির প্রতিপালনের অভ্যেস গড়ে তুলবেন।
- পরিবেশন কলার মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত গান, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গান করাবেন। নৃত্য, নাটক, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শান্তি শিক্ষা, মূল্যবোধের ভাব জাগ্রত করাবেন।
- তামাক সেবন, নেশার জিনিসের অপকারিতা সেই সঙ্গে সেইসব জিনিস সেবন থেকে বিরত হওয়া নিশ্চিত করতে সেগুলো সেবনের ফলে ভায়াবহ রোগগুলোর বিষয়ে সতর্কতামূলত বার্তা দেবেন।
- রাস্তা বা পদপথে নিয়মমতো চলার অভ্যেস করানো, অন্যের কথা ধৈর্য সহকারে শুনে উত্তর দেবার অভ্যেস গঠন করতে শেখাবেন।
- মূল্যবোধের ভাব আহরণ করতে কলা শিক্ষার পিরিওডে জীবের প্রতি সহনশীলতা, শান্তির প্রতীক (পায়রা বা কবুতর), তামাক সেবনে থেকে বিরত ইত্যাদি ছবি ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা আঁকাবেন এবং সেগুলো শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ের অন্য কোনো স্থানে টাঙিয়ে রাখবেন।

- সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, পরিবেশ অধ্যয়নের পিরিওডেত তামাক তথা অন্যান্য নেশার জিনিস সেবন থেকে নিজেকে বিরত রাখা আর অপরকেও বিরত হবার জন্য সচেতন করা ওপরে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন।
- মাসের একদিন শিক্ষকের নেতৃত্বে সবাই মিলে কোনো অঞ্চলে সাফাই কর্ম করাবেন।
- শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছামূলক সেবায় নিয়োজিত হবে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে/গ্রামে/নিজের অঞ্চলে কোনো বয়স্ক লোক বা শারীরিকভাবে অক্ষম লোক থাকলে তাঁদের ঘোরা-ফেরায় সাহায্য করবে। এই কার্যের জন্য শ্রেণিতে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথোপকথনের ব্যবস্থা করবেন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে, যেমন— শাক-সবজির বাগানে, ফুলের বাগানে, খেত-খামারে জল দেওয়া, রান্না, সেলাই ইত্যাদিতে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দেবেন।
- পরিবেশ অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক আচার-ব্যবহার, সদ-ব্যবহার আহরণ করতে পারছে কি না তা নিশ্চিত করবেন, যেমন— জ্যেষ্ঠজনকে সম্মান, ছোটোদের স্নেহ-ভালোবাসা, ব্যক্তিগত সম্পদের সঙ্গে দেশের সম্পদেরও সংরক্ষণ, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা মেনে চলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি।
- সংবিধানে যে 'নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য'গুলো উল্লেখ আছে, সেগুলো বেশিরভাগ প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের ভেতরের প্রচ্ছদে সংলগ্ন আছে। শিক্ষক সময়ে সময়ে প্রতিটি দিকের ওপরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন।
- তদুপরি সমাজ বিজ্ঞান পিরিওডে নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপরে বছরে অন্ততঃ দুটো আলোচনার ব্যবস্থা করবেন।
  — ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য
  — মৌলিক অধিকার
  — মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
  — অনৈক্যের মাঝে ঐক্য, ইত্যাদি।
  এর জন্য প্রয়োজনে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য নেবেন।

সঞ্চালক,

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-১৯

বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর ভূমিকা

ছাত্র সংসদ ঃ

একটি বিদ্যালয়ের সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্য করার জন্য এবং বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম সুচারুরূপে চালানোর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের **ছাত্র সংসদ** গঠন করে তাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

এটির মাধ্যমে শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্তা করে দেখার সুযোগ দিতে পারা যাবে। মনে রাখতে হবে যে ছাত্র-ছাত্রীর নিখুঁতভাবে কার্য সম্পাদন করাই ছাত্র সংসদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, ছাত্র সংসদের উদ্দেশ্য হল —

- ছাত্র সংসদের মাধ্যমে তারা নিজেরাই অনেক দরকারি কথা শিখবে।
- ছাত্র-ছাত্রীরা সভা অনুষ্ঠিত করে ভাষণ দিতে, নাচ-গান, কবিতা-আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করতে শিখবে।
- মিলে-মিশে কাজ করতে এবং যে-কোনো বিষয়ে সমালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে।
- আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে, নেতৃত্ব গুণের বিকাশ হবে, শৃঙ্খলাবদ্ধতা ও সমাজ চেতনা বাড়বে।
- অভিভাবকেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের খবর পাবেন এবং নিজেদের চিন্তা ধ্যান, ধারণা বিদ্যালয়ে জানাতে পারবেন।
- ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী যাতে বিভিন্ন কাজের নেতৃত্বের সুবিধা পায়, সেই অর্থে দায়িত্বগুলো প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করবেন।

প্রতিটি বিদ্যালয় অসমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে কয়েকটি দল গঠন করবে, যেমন— জ্যোতিপ্রসাদ দল, কনকলতা দল, মণিরাম দেওয়ান দল, লাচিত বরফুকন দল, জয়মতী দল ইত্যাদি। প্রত্যেক দলে প্রতিটি শ্রেণির সমান সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দলের সভ্য হবে। এই দলগুলো বিভিন্ন কাজ-কর্মের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করবে। প্রতিটি দলের কার্যাবলির ভিত্তিতে বছরের শেষে শ্রেষ্ঠ দলকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করে উৎসাহিত করা হবে।

তাছাড়াও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থাবলী, যেমন - বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচালয়, প্রস্রাবগার, হাত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত সাবান, আবর্জনা নিষ্কাশনের পাত্র, বিদ্যালয় প্রঙ্গনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সেইসঙ্গে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষদের বিশ্রাম কক্ষ ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তদারকী করণের জন্য ছাত্র সংসদ থেকে একজন বা তার বেশি ছাত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হবে, যাতে প্রত্যেক বিদ্যলয়ের স্বচ্ছতা অটুট থাকে। এইক্ষেত্রে ছাত্র প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সময়ানুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে। এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রীক বিকাশ তরান্বিত হবে এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী একটি স্বচ্ছ দেশের নাগরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করবে।

প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলো নীচে উল্লেখ করা হল—

(ক) 'ক' শ্রেণির শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল —

- শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা
- শিশুর সর্বাঙ্গীন উত্তরণে সাহায্য করা
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তাদের আগ্রহান্বিত করা ও তার জন্য প্রস্তুত করে তোলা

সর্বাঙ্গীন বিকাশের দিকগুলো হল —

- ভাষার বিকাশ
- বোধশক্তির বিকাশ
- শারীরিক বিকাশ
- সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ
- সৌন্দর্যবোধের বিকাশ
- সৃজনী শক্তির বিকাশ

এই স্তরে শিশুকে খেলা-ধুলার মাধ্যমে উল্লিখিত সবটি দিকের বিকাশ সাধন করার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করতে হয়।

'ক' শ্রেণির শিক্ষয়িত্রীদের সচেষ্ট হওয়ার দিকগুলো হল — এই শ্রেণির জন্য অনুমোদিত কর্মপুস্তকগুলো প্রথম দুমাস পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য না দেওয়া। এই দুটি মাসে শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে পারে তার জন্য ওদের চেনা পরিবেশে নাচ-গান, খেলা-ধুলা, কথোপকথন আদির মতো কার্য করানো উচিত।

(ক) 'ক' শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দিকগুলো —

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিক্ষয়িত্রীদের বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা করার দরকার। বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা হল —

- বিভিন্ন বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করে 'ক' শ্রেণির জন্য প্রস্তুত করা ক্রিয়াকলাপের বিশদ বিবরণ।
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ক্রমে সহজ থেকে জটিলের দিকে এগোয় অর্থাৎ প্রথম বিষয়বস্তু সহজ বা শিশুর পরিচিত হওয়া উচিত এবং এভাবে ক্রমে সহজ বিষয় থেকে শিশুকে জটিল বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা প্রদান করতে হয়।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, নাচ-গান, খেলা-ধুলা, কথোপকথন আদির মতো কার্য করানো উচিত। এইক্ষেত্রে নীচে উল্লেখ করার

মতো শিক্ষয়িত্রীরা মাসভিত্তিক, বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করলে শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতি আকর্ষিত হবে—

মার্চ — গাছ-পালা, ফুল

এপ্রিল — ফল-মূল, শাক-সবজি

মে — জীব, পাখি

জুন — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যান-বাহন

জুলাই — গ্রীষ্ম বন্ধ

আগস্ট — বাড়ি, পোশাক

সেপ্টেম্বর — জল, কীট-পতঙ্গ

অক্টোবর — আকাশ, জীবিকা

নবেম্বর — বাজার, উৎসব

ডিসেম্বর — পুনরালোচনা

উল্লিখিত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ 'ক' শ্রেণির শিক্ষয়িত্রীদের জন্য প্রস্তুত করা 'বিষয়ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনাতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

(খ) প্রাথমিক স্তর (প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত)

<u>বিষয়</u>

- **ভাষা ১** (মাতৃভাষা ও মাধ্যম ভাষা)
- **ভাষা ২**
  - ইংরাজি (অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
  - রাজ্যিক/সহযোগী রাজ্যিক ভাষার যেকোনো একটা (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- **গণিত**
- **পরিবেশ অধ্যয়ন** (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সমন্বিতভাবে ভাষা ও অন্য বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্নভাবে থাকবে)
- **স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা**
- **কলা শিক্ষা**

(যেসব বিদ্যালয়ে অন্য ভাষা যেমন— মিসিং, তিওয়া, টাই, দেউরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ইত্যাদি ভাষার ছাত্র-ছাত্রী আছে, সেখানে মাধ্যম ভাষার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের মাতৃভাষা শেখার সুবিধা প্রদান করারও ব্যবস্থা করবে।)

(গ) **উচ্চ প্রাথমিক স্তর (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)**

<u>বিষয়</u>

- **ভাষা ১** (মাতৃভাষা বা মাধ্যম ভাষা)
- **ভাষা ২**
  - ইংরাজি (অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
  - রাজ্যিক/সহযোগী রাজ্যিক ভাষার যেকোনো একটা (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- **ভাষা ৩**

(ক)
- হিন্দি (১০০%)

বা
- হিন্দি (৫০%) + ভাষা ৪ (৫০%)

} হিন্দি ছাড়া অন্যান্য মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য

(খ) রাজ্যিক ভাষা/সহযোগী রাজ্যিক ভাষার যেকোনো একটা (১০০%)

বা

রাজ্য ভাষা {(৫০%) + ভাষা ৪ (৫০%)}

} হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য

{ভাষা ৪ বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষার্থী তৃতীয় ভাষার (৫০%) সঙ্গে যদি ইচ্ছা করে চতুর্থ ভাষা (৫০%) হিসেবে সংস্কৃত/আরবি/অন্যান্য ভাষা (যদি ভাষাটি প্রথম ভাষা হিসেবে পড়ার সুযোগ না পায়) নিতে পারবে।}

- **পরিবেশ শিক্ষা** (ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে)
- **গণিত**
- **বিজ্ঞান**
- **সমাজ বিজ্ঞান**
- **স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা**
- **কলা শিক্ষা**
- **কর্ম শিক্ষা**

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা ঃ

ছাত্র-ছাত্রীর সু-স্বাস্থের জন্য শারিরীক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেবেন। বার্ষিক খেলা-ধুলার অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই যাতে খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্য স্বাস্থ্য ও শারীরিক পিরিওডে খেলা-ধুলার অভ্যসন করার প্রতি লক্ষ রাখবেন। এইগুলো থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারবে। এছাড়া এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী ছাত্র-ছাত্রীকে শনাক্ত করা সম্ভবপর হবে যার ফলে ভবিষ্যতে ঐরকম ছাত্র-ছাত্রীকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক স্তরে প্রতিদিন প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কমপক্ষেও একটি করে পিরিওড স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার জন্য নিশ্চিত করবেন এবং সপ্তাহের একদিন চারটি শ্রেণিকে একত্রিত করে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য বার্ষিক খেলা-ধুলার পর থেকে সপ্তাহে অন্তত দুইটি বা তিনটি পিরিওড শারীরিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত করবেন।

কারিকুলাম অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো

প্রাথমিক শ্রেণির জন্য —

- ⇨ স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সু-অভ্যাস গঠন
- ⇨ সহজ ব্যায়াম
- ⇨ ড্রিল ও মার্চিং
- ⇨ যোগাসন ও প্রাণায়াম
- ⇨ লঘু খেলা/স্থানীয় খেলা
- ⇨ অ্যাথ্লেটিকস
- ⇨ কাব-বুলবুল
- ⇨ সুরক্ষা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা
- ⇨ অসুখ-বিসুখ, খাদ্য ও পরিপুষ্টি সম্পর্কীয় সচেতনতা

উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ঃ

- ⇨ স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সু-অভ্যাস গঠন
- ⇨ সহজ ব্যায়াম
- ⇨ ড্রিল ও মার্চিং
- ⇨ যোগাসন ও প্রাণায়াম
- ⇨ গুরু খেলা/স্থানীয় খেলা
- ⇨ অ্যাথ্লেটিকস
- ⇨ স্কাউট গাইড
- ⇨ সুরক্ষা শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার বিষয়ে জানা
- ⇨ অসুখ-বিসুখ, খাদ্য ও পরিপুষ্টি সম্পর্কীয় সচেতনতা গড়ে তোলা

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো আদান-প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে পারেন —

- ⇨ জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ডি. আই. ই. টি.)
- ⇨ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি.টি.সি)
- ⇨ নর্ম্যাল স্কুল
- ⇨ ক্রীড়া বিভাগ
- ⇨ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
- ⇨ রাষ্ট্রীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য অভিযান মিশন

তাছাড়াও কাব-বুলবুল, স্কাউট ও গাইডের জেলাভিত্তিক দক্ষ ব্যক্তি, স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া ক্লাবের পারদর্শী ব্যক্তি বা অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্য নিতে পারবেন।

অন্যান্য বিষয়ের মতো শারীরিক শিক্ষারও মূল্যায়নের সময় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিম্নলিখিত কথাগুলো মনে রাখবেন —

- ⇨ প্রতিজন ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতির খতিয়ান টুকে রাখবেন।
- ⇨ প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীকে শনাক্ত করে তাদের জেলা, রাজ্য, রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্টীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেবেন।
- ⇨ মূল্যায়ন করার সময় শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলো বিশেষভাবে শনাক্ত করে সেই দিকগুলো সবল করতে যত্ন করবেন।

কলা শিক্ষা ঃ

প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কলা শিক্ষাকে **দৃশ্য কলা ও পরিবেশন কলায়** ভাগ করা হয়েছে। দৃশ্য কলাকে ড্রয়িং, ডিজাইন, ছাপা চিত্র, কোলাজ, ভাস্কর্যে ভাগ করা হয়েছে এবং পরিবেশন কলাকে নৃত্য, অভিনয়, সংগীত হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে তত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে কেবল বিষটির প্রতি এবং ব্যক্তিগত, দলগত কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মানোর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। বিষয়টি আদান-প্রদানের জন্য সপ্তাহে মোট ৫টি পিরিওডের ব্যবস্থা থাকবে। স্কুল সপ্তাহ বা অন্য কোনো স্কুল জড়িত হওয়া অনুষ্ঠানে কলা শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীকে অনুপ্রেরণা জোগাবেন। কলা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিভার বিকাশের সুবিধা পাবে সেই সঙ্গে তাদের মনে প্রতিযোগিতার ভাব জেগে উঠবে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কলা শিক্ষাকে জড়িত করে পাঠদান করতে পারেন। জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেবেন।

বাকি বিষয়ের মতো এই বিষয়েরও মূল্যায়ন করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের করা কাজের নমুনা জমা রেখে বছরের শেষে প্রদর্শনীর আয়োজন করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ যোগাতে পারেন এবং এই বিষয়ে অভিভাবকেরা অবগত হবেন। পরিবেশন কলার ক্ষেত্রেও ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করবেন।

কারিকুলামে দৃশ্য কলা ও পরিবেশন কলার গুরুত্ব নিম্নোল্লিখিত ধরণের—

		প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক
দৃশ্য কলা	ড্রয়িং	২০%	২০%
	ডিজাইন	১০%	১০%
	ছাপাচিত্র	১০%	১০%
	ভাস্কর্য	১০%	১০%
পরিবেশন কলা	সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়	৫০%	৫০%

বিশেষ উদ্‌যাপন দিনের সঙ্গে সংগতি রেখে বা কোনো মাসের শনিবার একটি বা দুটি পিরিওড নিয়ে কলা শিক্ষা বা সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজ-কর্ম, যেমন— ক্যুইজ, তর্ক প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, নাচ-গান, কলা, নাটক, আবৃত্তি, প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বীনিয়াত ঃ উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা স্কুলে কলা শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পিরিওড থেকে কিছু পিরিওড দ্বীনিয়াত শিক্ষার আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করবেন, যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর শেখার সময়ের বোঝা অতিরিক্ত না হয়।

কর্ম শিক্ষা ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ের কারিকুলামে কর্ম শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল—

- ⇨ ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শ্রমকে মর্যাদা দিতে শেখে।
- ⇨ নিজের কাজ নিজে করে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে।
- ⇨ উৎপাদনমুখী কার্যে নিজেকে জড়িত করার কৌশল শিখে নিজের সঙ্গে পরিবার তথা সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে।
- ⇨ শিক্ষা ও কর্মের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

কর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ঃ

বাধ্যতামূলক কাজের গুরুত্ব — ৪০%

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

২। সৌন্দর্য বর্দ্ধন

৩। অভিভাবক, প্রতিবেশীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা

৪। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ-কর্মে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে সাহায্য করা

৫। চার্ট, মডেল, পোস্টার, শ্লোগান ইত্যাদি প্রস্তুত করা

৬। বৃক্ষরোপন, প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

৭। সামাজিক সেবা

ঐচ্ছিক কর্মের গুরুত্ব — ৫০%

বিদ্যালয়ে যে সুবিধা আছে সেই অনুযায়ী, অঞ্চল ভেদে এবং ছাত্র-ছাত্রীর উৎসাহ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরাই ঐচ্ছিক কর্ম নির্বাচন করবে। যেমন—

- ⇨ সেলাই
- ⇨ পরিত্যাক্ত সামগ্রী থেকে নতুন বস্তু প্রস্তুত
- ⇨ মাটির তৈরি সামগ্রী প্রস্তুত
- ⇨ ঔষধি উদ্ভিদ রোপন ও প্রতিপালন
- ⇨ বাঁশ-বেতের তৈরি সামগ্রী প্রস্তুত
- ⇨ বই বাঁধা, নোট বুক, অ্যালবাম, এক্সারসাইজ বই প্রস্তুত
- ⇨ খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রণালী

বাস্তব কর্মক্ষেত্রর সঙ্গে মুখোমুখি করানো — ১০%

নিম্নলিখিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করানোর জন্য বিদ্যালয়ে সুযোগ দেবেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে আর সেই সঙ্গে কর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ছোটোকরে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বিদ্যালয়ে জমা দেবে।

- ⇨ ফল-মূল সংরক্ষণ
- ⇨ রন্ধন

- ⇨ তাঁত বোনা
- ⇨ চুল কাটা ও সৌন্দর্যবর্দ্ধন
- ⇨ গৃহসজ্জা
- ⇨ মৌমাছি পালন/গোপালন
- ⇨ কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা/ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে যে প্রতিষ্ঠান (Laundry/dry cleaner)
- ⇨ মৎস্য পালন
- ⇨ বাঁশ-বেতের কাজ/মাটির কাজ/কাঠের কাজ
- ⇨ ছাপাশাল/সাইনবোর্ড প্রস্তুত
- ⇨ বাগানের কাজ/কৃষিকর্ম
- ⇨ চামড়ার/ধাতুর কাজ
- ⇨ যোগাযোগ মাধ্যম (পোস্ট অফিস, বেতার কেন্দ্র, দূরদর্শন কেন্দ্র, সংবাদ পত্র, ইন্টারনেট)

সর্বাত্মক শিক্ষা ঃ

সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা শেখা-শেখানোর প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের সমানভাবে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করে। "শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯" অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা হল প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। সেইজন্য এই আইনটি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বাত্মক শিক্ষা বলতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা শেখা-শেখানোর প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণের সুবিধা লাভ করে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি সমাজের সকল ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভূক্ত করে। এক কথায় বলতে গেলে, বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশু, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি-জনজাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণির ছেলে ও মেয়ে উভয়কে প্রয়োজন সাপেক্ষে সমানভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্বত্মক শিক্ষা হল একটি বাস্তবধর্মী এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। এছাড়াও এটি একটি সর্বাত্মক শ্রেণি কক্ষে প্রখর মেধা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে এবং সেই সঙ্গে সকলকে নিজের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

শ্রেণি কক্ষে সর্বাত্মক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির কালে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে প্রথমে পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব ভালভাবে বুঝে নিতে হবে, কেননা শেখা-শেখানোর সমগ্র প্রক্রিয়াটি কারিকুলামের আধারে পরিচালিত হয় যা সেই পর্যায়ের শিক্ষার সকল শিক্ষণীয় দিক গুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে। এই দিক গুলি মূলত হল পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুথি, শেখা-শেখানোর সামগ্রী, শেখা-শেখানোর কৌশল/পদ্ধতি, মান নিরূপণ প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেখা-শেখানোর উদ্দেশ্যে উপনিত হওয়াব জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, পাঠদানে ব্যবহৃত সামগ্রী, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এমন ভাবে পরিবর্তন করা উচিত যাতে তা ছাত্র-ছাত্রীদের শেখা-শেখানোর প্রক্রিয়ায় সমান ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে বিকাশের পথ ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শান্তি শিক্ষা ঃ

বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কারিকুলামে শান্তি শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল **সমাজে শান্তিতে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটানো**। যদিও শান্তি শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য একটি পৃথক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় নি, তবুও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলো যাতে নির্দিষ্ট শৈক্ষিক বর্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শান্তি শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও শান্তি শিক্ষার অনুশীলন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য সহায়িকা হিসেবে এখানে কিছু ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইগুলো অনুশীলন করাবেন এবং সেইগুলোর মূল্যায়নও করবেন।

শান্তি শিক্ষার জন্য করণীয় কিছু ক্রিয়াকলাপ —

ধ্যান ঃ

⇨ পাঠদান শুরু করার আগে কিছুক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের মৌনব্রত অবলম্বন করতে দেবেন। ফলস্বরূপে মন শান্ত হয়ে পড়বে এবং মনোযোগ বাড়বে।

শান্তি বার্তা ঃ

⇨ চঞ্চল মনোভাব দূর করে শান্ত সমাহিতভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করতে সৃজনীমূলক লিখনের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ঃ

⇨ সুবিধাজনক নির্জন স্থানে কিছু সময় প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীকে কাটাতে উৎসাহিত করবেন।

শান্তির প্রতীক ঃ

⇨ শান্তির প্রতীক যেমন— পায়রার ছবি এঁকে বা হাতের ছবিতে **'শান্তি'** লিখে দেওয়ালে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখবেন।

বিশ্ব শান্তির জন্য রচিত গান শোনা ও গাওয়া ঃ

⇨ ছাত্র-ছাত্রীর মনে সহানুভূতি, সমবেদনা, মানবীয়তা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রচলিত কিছু গান শুনে গাইতে বা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

বিদ্যালয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষকের করণীয় ঃ

মানুষের কিছু কাজে, কথা-বার্তা এবং আচরণে হিংসা জড়িত থাকে, সেরকম কয়টি উদাহরণ নীচে তুলে ধরা হল যেগুলো **শিক্ষকেরা বর্জন** করা উচিত।

- **আচরণ,** যেগুলো অনিষ্ট করে/ আঘাত করে

— বেশি খেতে প্ররোচনা করা। (শারীরিক)
— কাজ সম্পর্কে দায়িত্বের অভাব। (মনস্তাত্বিক)
— সম্প্রদায় এবং ধর্মের বিভিন্নতাকে করা অসম্মান। (সামাজিক)
— শব্দ, আবর্জনা ফেলা, প্রদূষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব শর্তাবলি আছে সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা অথবা মেনে না চলা। (পারিপার্শ্বিক)

- **কথা,** যেসব অনিষ্ট/ ক্ষতি/ আঘাত করে
  — অপরকে দুঃখ দেয় এমন শব্দ প্রয়োগ করা। (মনস্তাত্বিক)
  — অশ্লীল বা সাম্প্রদায়িক শব্দ প্রয়োগ করা। (সামাজিক)
- **কার্য,** যেসব অনিষ্ট/ আঘাত করে
  — শিশুকে কান মলা দেওয়া। (শারীরিক)
  — অপরকে অপদস্ত করা। (মনস্তাত্বিক)
  — পরিবার, সম্প্রদায় অথবা বৃত্তিকে নিয়ে মন্তব্য করা। (সামাজিক)
  — অযথা জল, বিদ্যুৎ নষ্ট করা বা প্রদূষণ করা। (পারিপার্শ্বিক)
- **গঠন ও ব্যবস্থা** যেসব ক্ষতি/ আঘাত করে
  — বাধ্য করা রীতি-নীতিগুলো যেমন— শারীরিক শাস্তি। (শারীরিক)
  — যেসব ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য তাদের নাম বিজ্ঞপ্তি ফলকে ঝুলিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে । রাখা, নিয়মানুবর্তিতার নামে প্রাতঃসভায় ছাত্র-ছাত্রীদের তিরস্কার করা। (মনস্তাত্বিক)
  — সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, ভাষা অথবা অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীকে বিভক্ত করা। (সামাজিক)
  — স্কুলে গাছের পাতা জ্বালোনোর অভ্যেস ও অনুমোদন, সুরক্ষার মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। (পারিপার্শ্বিক)

বার্ষিক কার্য পরিকল্পনা ঃ

শৈক্ষিক বর্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করণীয় কাজগুলো যাতে সুন্দরভাবে করতে পারা যায় তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগেই বার্ষিক পরিকল্পনা করে নেবেন। ক্রিয়াকলাপগুলো করার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যায়ন করে উপযুক্ত নথিগুলো সংরক্ষণ করে রাখবেন।

কার্য	নির্ধারিত সময়
সাফাই	প্রতিদিনে ১৫ মিনিট
প্রাতঃসভা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শুরু করবেন।)	প্রতিদিনে ১৫ মিনিট (কখনো বেশি সময় প্রয়োজন হলে
বৃক্ষরোপণ ও বাগানের কাজ	মাসে একটি পিরিওড সকলের জন্য ও প্রতিদিনই ৩০ মিনিট বাগান প্রতিপালনের দায়িত্ব এক একটি দল নেবে।
বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন	একটি দিবসের উদ্‌যাপনের জন্য অত্যধিক তিনটি পিরিওড প্রয়োজন হবে বলে নিশ্চিত করবেন।
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুষ্ঠান (কমপক্ষেও দশটি দিকযেমন — গীত, নৃত্য, কলা, রচনা প্রতিযোগিতা,আবৃত্তি, তর্ক, আকস্মিক বক্তৃতা, নাটক, ক্যুইজ, সৃজনীমূলক লেখা ইত্যাদি)	প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য তিনটি পিরিওড করে বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত করবেন
বার্ষিক খেলা-ধুলা	৩ দিন
সামাজিক কাজ	বছরে দুইবার করে তিনটি পিরিওড নির্ধারণ করবেন।
কাব-বুলবুল/স্কাউট-গাইড সম্পর্কীয় কাজ-কর্ম	বছরে ৪০টা পিরিওড নির্ধারণ করবেন।
ক্ষেত্র ভ্রমণ / শৈক্ষিক ভ্রমণ / বনভোজ	২ দিন বা ১০ ঘণ্টা
গ্রীষ্মকালীন শিবির/শীতকালীন শিবির/আন্তঃবিদ্যালয় শিবির/ মূল্যবোধ শিক্ষার শিবির	১২ দিন

ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞানের পরিসর ব্যাপক ও পরিপুষ্ট করা। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে কারিকুলামে ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে পুথিগত জ্ঞানের সঙ্গে চাক্ষুস জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোই হচ্ছে পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকের প্রধান শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনা স্থির করে রাখতে হবে। ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের সময়ে সংগৃহীত তথ্য/সামগ্রীগুলো সংরক্ষণ করে শিক্ষক প্রয়োজন সাপেক্ষে বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করবেন। ভ্রমণকালে ছাত্র-ছাত্রীর শৈক্ষিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক গুণরাজির দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক নিজের নোটবইএ লিখে রাখবেন এবং সেগুলোই ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

নীচে প্রাতঃসভায় করণীয় কয়েকটি বাধ্যতামূলক কার্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো থেকে নির্ধারণ করা হবে —

১) দল গঠন
২) প্রার্থনা সভার প্রস্তুতি
৩) প্রার্থনা ও মৌনতা অবলম্বন
৪) ড্রিল/মুক্ত ব্যায়াম
৫) সংকল্প গ্রহণ/মহৎ লোকের বাণী শোনানো
৬) সংবাদ পত্রের প্রধান সংবাদগুলো পড়া/দিনটির উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয়ে বলা
৭) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিদর্শন ও স্বাস্থ্যজনিত সু-অভ্যাস গঠনের প্রদর্শন ও আলোচনা
৮) রাষ্ট্রীয় সংগীত/জাতীয় সংগীত (তিন দিন রাষ্ট্রীয় সংগীত ও তিন দিন জাতীয় সংগীত)
৯) তদুপরি উদ্‌যাপন করার দিনে প্রাতঃসভায় নির্দিষ্ট কাজগুলো করা
১০) মূল্যবোধের ভাব জাগ্রত করে এমন বিষয়ের ওপর আলোচনা

মূল্যবোধ শিক্ষা ঃ

কারিকুলামের বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার মতো কয়েকটি গুণ হল —

বিষয়	মূল্যবোধ
ভাষা	ভালোবাসা, স্নেহ, দেশপ্রেম, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতার মনোভাব, সাহসিকতা ইত্যাদি।
সমাজ বিজ্ঞান	ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্বভাব, সৌন্দর্যবোধ, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বোঝাপড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় সজাগতা, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি।
বিজ্ঞান	বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, ধনাত্মক মনোভাব, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।
গণিত	ধৈর্য, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবদ্ধতা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি।
কলা ও শারীরিক শিক্ষা	নেতৃত্ববোধ, দলীয় শৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সু-অভ্যাস গঠন, কর্মের প্রতি আগ্রহ, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি।
পরিবেশ শিক্ষা	প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ, জীব এবং পরিবেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা, পরিবেশের সু-চিন্তিত ব্যবহার।
কর্ম শিক্ষা	যে কোনো পরিবেশে কাজ করার মনোবৃত্তি গঠন, উৎপাদনমুখী মনোভাবের সৃষ্টি, বিভিন্ন বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব, শ্রমের মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, পারস্পরিক সহযোগিতা, দলীয় মনোভাব, সহিষ্ণুতা আদি গুণের বিকাশ ঘটানো।

মূল্যায়নের জন্য পাঠগুলোর বিভাজন (নিম্ন প্রাথমিক) ২০১৭

মূল্যায়ন	বিষয়	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং
মূল্যায়ন - ১	ভাষা	১,২,৩	১,২,৩	১,২,৩	১,২,৩	১,২,৩
	গণিত	১,২,৩	১,২,৩	১,২,৩	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪
	ইংরাজি	১,২	১,২	১,২	১,২	১,২
	পরিবেশ অধ্যয়ন			১,২,৩,৪	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪
মূল্যায়ন - ২	ভাষা	৪,৫,৬,৭	৪,৫,৬,৭,৮	৪,৫,৬,৭,৮	৪,৫,৬,৭,৮	৪,৫,৬,৭,৮
	গণিত	৪,৫,৬	৪,৫,৬,৭	৪,৫,৬,৭	৫,৬,৭	৪,৫,৬,৭
	ইংরাজি	৩,৪,৫	৩,৪,৫	৩,৪,৫	৩,৪,৫	৩,৪,৫
	পরিবেশ অধ্যয়ন			৫,৬,৭,৮,৯	৫,৬,৭,৮,৯	৫,৬,৭,৮,৯
মূল্যায়ন - ৩	ভাষা	৮,৯,১০	৯,১০,১১,১২	৯,১০,১১,১২	৯,১০,১১,১২	৯,১০,১১,১২
	গণিত	৭,৮,৯,১০	৮,৯,১০,১১	৮,৯,১০,১১	৮,৯,১০,১১	৮,৯,১০,১১
	ইংরাজি	৬,৭,৮	৬,৭,৮	৬,৭,৮	৬,৭,৮	৬,৭,৮
	পরিবেশ অধ্যয়ন			১০,১১,১২,১৩,১৪	১০,১১,১২,১৩,১৪	১০,১১,১২,১৩,১৪
মূল্যায়ন - ৪	ভাষা	১১,১২	১৩,১৪	১৩,১৪	১৩,১৪	১৩,১৪
	গণিত	১১,১২,১৩	১২,১৩,১৪	১২,১৩,১৪	১২,১৩,১৪	১১,১২,১৩,১৪
	ইংরাজি	৯,১০	৯,১০	৯,১০	৯,১০	৯,১০
	পরিবেশ অধ্যয়ন			১৫,১৬,১৭,১৮	১৫,১৬,১৭,১৮	১৫,১৬,১৭,১৮

মূল্যায়নের জন্য পাঠগুলোর বিভাজন (উচ্চ প্রাথমিক) ২০১৭

মূল্যায়ন	বিষয়	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি
		পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং	পাঠ/অধ্যায় নং
মূল্যায়ন - ১	ভাষা	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪	১,২,৩
	গণিত	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪
	ইংরাজি	১,২	১,২	১,২
	বিজ্ঞান	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪,৫	১,২,৩,৪,৫
	সমাজ বিজ্ঞান	ভূগোল - ১,২ ইতিহাস - ৯,১০ পৌর বিজ্ঞান- ১৭,২১	ভূগোল - ১,২ ইতিহাস - ১০,১১ অর্থনীতি-১৮, রাজনীতি বিজ্ঞান-২২	ভূগোল - ১ ইতিহাস - ৯,১০ অর্থনীতি-১৭, রাজনীতি বিজ্ঞান-২১
	হিন্দি	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪	১,২,৩,৪
মূল্যায়ন - ২	ভাষা	৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১	৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১	৪,৫,৬,৭,৮
	গণিত	৫,৬,৭	৫,৬,৭,৮	৫,৬,৭,৮
	ইংরাজি	৩,৪,৫	৩,৪,৫	৩,৪,৫
	বিজ্ঞান	৫,৬,৭,৮	৬,৭,৮,৯	৬,৭,৮,৯,১০
	সমাজ বিজ্ঞান	ভূগোল - ৩,৪ ইতিহাস - ১১,১২ পৌর বিজ্ঞান- ১৮,২২	ভূগোল - ৩,৪,৫, ইতিহাস - ১২,১৩ অর্থনীতি-১৯, রাজনীতি বিজ্ঞান-২৩	ভূগোল - ২,৩,৪ ইতিহাস - ১১,১২ অর্থনীতি-১৮, রাজনীতি বিজ্ঞান-২২
	হিন্দি	৫,৬,৭,৮	৫,৬,৭,৮	৫,৬,৭
মূল্যায়ন - ৩	ভাষা	১১,১২,১৩,১৪,১৫	১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮	৯,১০,১১,১২
	গণিত	৮,৯,১০,১১	৯,১০,১১,১২	৯,১০,১১,১২,১৩
	ইংরাজি	৬,৭,৮	৬,৭,৮	৬,৭,৮
	বিজ্ঞান	৯,১০,১১,১২	১০,১১,১২,১৩,১৪	১১,১২,১৩,১৪
	সমাজ বিজ্ঞান	ভূগোল - ৫,৬ ইতিহাস - ১৩,১৪ পৌর বিজ্ঞান- ১৯,২৩	ভূগোল - ৫,৬,৭ ইতিহাস - ১৪,১৫ অর্থনীতি-২০,রাজনীতি বিজ্ঞান-২৪	ভূগোল - ৫,৬ ইতিহাস - ১৩,১৪ অর্থনীতি-১৯, রাজনীতি বিজ্ঞান-২৩
	হিন্দি	৯,১০,১১,১২	৯,১০,১১,১২	৮,৯,১০
মূল্যায়ন - ৪	ভাষা	১৬,১৭,১৮,১৯,২০	১৯,২০,২১	১৩,১৪,১৫
	গণিত	১২,১৩,১৪	১২,১৩,১৪,১৫	১৪,১৫,১৬
	ইংরাজি	৯,১০	৯,১০	৯,১০
	বিজ্ঞান	১৩,১৪,১৫,১৬	১৫,১৬,১৭,১৮	১৫,১৬,১৭,১৮
	সমাজ বিজ্ঞান	ভূগোল - ৭,৮ ইতিহাস - ১৫,১৬ পৌর বিজ্ঞান- ২০,২৪	ভূগোল - ৮,৯ ইতিহাস - ১৬,১৭ অর্থনীতি-২১,রাজনীতি বিজ্ঞান-২৫	ভূগোল - ৭,৮ ইতিহাস - ১৫,১৬ অর্থনীতি-২০, রাজনীতি বিজ্ঞান-২৪
	হিন্দি	১৩,১৪,১৫,১৬	১৩,১৪,১৫,১৬	১১,১২,১৩,১৪

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

একটি পাঠ্যক্রম শেখানো ও শেখার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি দিক একত্রিত করে যেখানে মূল্যায়নের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিজন শিক্ষার্থীর বিদ্যায়তনিক অগ্রগতি ও ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশের খতিয়ান তুলে ধরে মূল্যায়ন ব্যবস্থা। শুধু ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক সাফল্য বা অগ্রগতির খতিয়ানই নয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মান, শিক্ষকের পাঠদানের মান, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শেখানো ও শেখার মান, প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনীয় দক্ষতা, বিদ্যালয়ের আন্তঃগাথনিমূলক সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থাই নিরূপন করে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এমন এক উন্নত পরিসর একত্রিত করেছে যা ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক বিকাশের দিকটি সঠিকভাবে নিরূপন করতে সাহায্য করে। পূর্বের সময় সাপেক্ষের মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিপরীতে (যেখানে পুথিগত জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল) এই ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীর বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক ও সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের বিকাশের ওপরে গুরুত্ব প্রদান করেছে। চিরাচরিত মুখস্থ বিদ্যার পোষকতা বাদ দিয়ে অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর চিন্তা ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।

মূল্যায়নের এই নতুন পরিভাষায় অবিরত মূল্যায়নের অর্থ হল বিরতিহীন মূল্যায়ন যেখানে শিক্ষার্থীর পূর্বের শেখন স্থিতির কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটি নির্ধারণ করার সঙ্গে শেখার ব্যবধানের কারণগুলো নথিভুক্ত করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা হয়। এই ধরণের মূল্যায়ন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক তথা অভিভাবক সবাইকে নিজের কর্তব্যের প্রতি জাগ্রত করে রাখে যাতে যথাসময়ে সকলের নিজের উদ্দেশ্য লাভ সফল হয়।

সামগ্রিক শব্দটির কোনো একটি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারণ বা দিকগুলো নিজের পরিধির ভেতরে একত্রিত করে নেবেন। শেখা ও শেখানো প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীকে সফল দিকে গুণগতভাবে শিক্ষিত করা। সামগ্রিক মূল্যায়ন এটিই নিশ্চিত করে যে শুধু পুথিগত শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীকে গুণগত শিক্ষা প্রদান করে না যদিনা সেই সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্থ করা না হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন একজন ছাত্র-ছাত্রীর শৈক্ষিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, মনস্তাত্বিক অগ্রগতির সকলদিকের সঠিক পর্যালোচনা করে। ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাংগীন বিকাশ সম্ভব হবে যদি শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণের সময় এই দিকগুলের সঠিক মূল্যায়ন হয়।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কেন?

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন হল গতানুগতিক সাময়িক মূল্যায়ন ব্যবস্থার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক ফলপ্রসূ উপায়। কেননা এই ব্যবস্থা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা আহরন ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ, সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে।

এই মূল্যায়ন অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা কতটুকু শিখল সেই কথা জানতে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। শিক্ষক তাঁর পাঠদান প্রক্রিয়ার মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে দিয়ে, মৌখিক তথা লিখিতরূপে মূল্যায়ন করে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তারা কতটুকু কি শিখল তা জানতে পারা যায়। এইভাবে শিক্ষক কোন ছাত্র/ছাত্রীটি কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়ে জ্ঞাত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এবং শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করতে পারা যাবে। অন্যদিকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নত করা বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক গ্রহণ করতে পারবে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যক্রমে থকা কথাগুলো শিখে, ভালো করে বুঝে নিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছে কি না তার খতিয়ান নেওয়া ছাড়াও সহ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্র যেমন সৃজনাত্মক লেখা, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, কলা-অভিনয়, যোগাসন এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রের খতিয়ান নেয়া হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে এর উন্নীতকরণের ব্যবস্থা নেওয়াও অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা থাকে। অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রত্যেক শিশুর সেই প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যয়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ঃ

- শিক্ষণ শেখন প্রক্রিয়া চলিত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত সফলতা অর্থাৎ শেখানো কথাগুলি কতখানি আয়ত্ত হয়েছে তার পরিমাপ করাই হল অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য।

- এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরালে প্রকৃতার্থে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।

- সামগ্রিক কথাটির মাধ্যমে মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে সামিল করার কথা বলা হয়ে থাকলেও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সামর্থ এবং যে বিষয়ের উপর তাদের দক্ষতা রয়েছে সেই বিষয়েরই অগ্রগতির মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

- এক মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদাহরণস্বরূপে শেখনের প্রতি তাঁদের মনোভাব, সামাজিক আদান-প্রদান, আবেগ নিয়ন্ত্রণ অভিরোচন, স্বাস্থ্য, সবলতা এবং দুর্বলতা ইত্যাদি দিকের উন্নীতকরণে সহায়তা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যের সঙ্গে তুলনা করার চাইতে সে নিজে আগের তুলনায় কতখানি অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নে কি কি মূল্যায়ন করবেন?

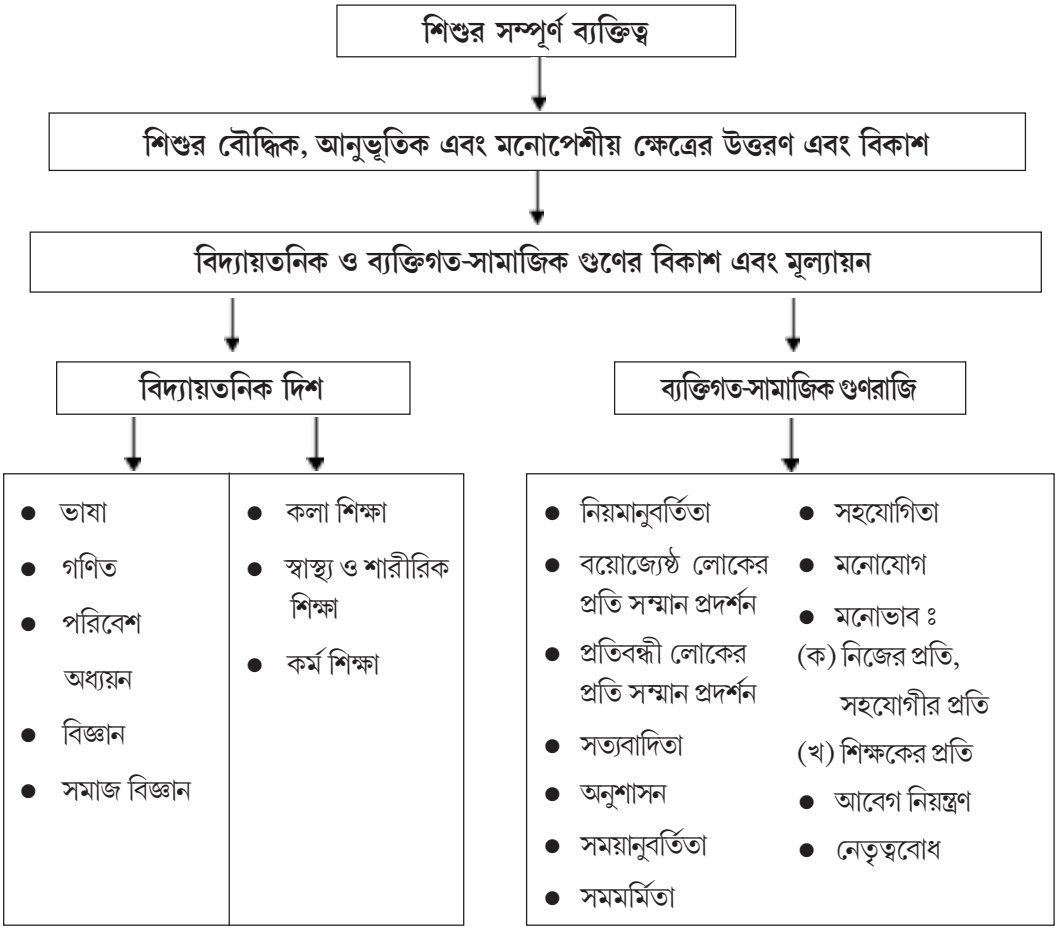

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজি

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির বিকাশে বলতে শিশুর নিজের এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা এবং কৌশল। — এই কয়েকটি দিকের বিকাশ হওয়াকে বোঝায়। শিশুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক গুণরাজি বিকাশে পরিবার ছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। এই গুণরাজি বিকাশের জন্য শিক্ষকরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে ও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়াতে হবে। পাঠ্যক্রমের প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ বিকাশের সুবিধা অন্তর্নিহিত থাকে। সেজন্য শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ের আদান প্রদান করার সময় এই গুণসমূহের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত।

একটি বিশেষ বিষয় বা একটি বিশেষ ধরনের কাজ একটি বিশেষ সময়ে করতে দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের মূল্যায়ন করা যায় না। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে হওয়া বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের আদান প্রদান এবং বিদ্যালয়ে হওয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করতে পারা যায়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সবল দিকসমূহ সনাক্ত করা ও সেই দিকসমূহের অধিক বিকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের অনুপ্রাণিত করা। কারণ লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী, ঘরোয়া পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী একই পর্যায়ের ও একই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্র-ছাত্রীদের অনাকাংক্ষিত আচরণের উপর আলোকপাত করা অনুচিত যেহেতু অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে বিকাশ সাধন করা।

এই গুণরাজির বিকাশের জন্য শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে হবে। কোনো ছাত্র যদি কোনো ভালো কাজ করে তবে তাকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করা উচিত। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের কাজ নিজে করা, নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করা, নিজের পছন্দ অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ করা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করবেন। পাঠদান প্রক্রিয়ায় এই পাঠগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, সহায়-সহযোগিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণসমূহের বিকাশ করার সুবিধা লাভ করে। সেই সঙ্গে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম হয়।

শিক্ষক নিজেও ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য এবং মতামতগুলো ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত। যাতে তারা নিজেদেরকেও শিক্ষণ শেখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করে।

প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি

স্তর	ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি	কি করে বোঝা যায়
প্রাথমিক	স্ব-নিয়মানুবর্তিতা	নিজের কাজ নিজে করতে সমর্থ হওয়া (নিজের যত্ন নিজে নেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, শৌচ-প্রস্রাব ঠিক ভাবে করা), প্রত্যেকটি কাজ নিয়মমাফিক করা (বই-খাতা বা অন্যান্য সামগ্রী নিয়মিত বিদ্যালয়ে আনা), শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ দেওয়া, যেকোনো কাজ সময়মতো করা। নিজের ব্যবহার, বই-খাতা, পুতুল এবং গৃহপালিত জন্তুর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করা।

	সহযোগিতা	প্রয়োজনে নিজের জিনিস অন্যকে দেওয়া, দলে কাজ করতে সমর্থ হওয়া (ক্রিয়াকলাপ প্রকল্প খেলা-ধুলা ইত্যাদি), প্রয়োজনে সাহায্য করা/চাওয়া/খেলা-ধূলা/কাজে অন্যকে সাহায্য করা।
	আবেগ নিয়ন্ত্রণ	নিজের পালা পর্যন্ত অপেক্ষা করা, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকুন বা না থকুন শ্রেণি কক্ষের নিয়মগুলো মেনে চলা (কেন নিয়মগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কি কারনে এই নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া), কোনো কিছুর জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করতে হলেও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হওয়া বাদানুবাদ নিয়ন্ত্রণ করা।
	অন্যের প্রতি চিন্তা/সহমর্মিতা	অন্যের অনুভব এবং চিন্তাকে বুঝতে পারার ক্ষমতা, অন্যের কথা শোনা, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী, আবেগ, বুঝতে পারা এবং এগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া।
	আগ্রহশীলতা	নিজের কাজ নিজে করতে সমর্থ হওয়া, যেমন-খেলা-ধূলা বা ক্রিয়াকলাপে নিজে অন্তর্ভুক্ত হতে চাওয়া, সমবয়সীদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কোনো নতুন কাজ আরম্ভ করা, অচেনা মানুষ বা পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

কি করে অবিরত সামগ্রিক মূল্যায়ন কার্যকরী হবে?

১) বছরের শুরুতে শিক্ষক তার ছাত্র-ছাত্রীরা কে কতখানি শিখেছে সে কথা জানতে মূল্যায়ন করবেন এবং নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে তিনি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন, যেখানে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরা বছরের শেষে কি জানতে ও করতে সমর্থ হবে তা লেখা থাকবে।

২) শিক্ষন শেখন লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে শেখালে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে পারবে শিক্ষক তার পরিকল্পনা করবেন। শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, আলোচনা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে এভাবে এগিয়ে যাবেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষণ শেখন কার্যে কতখানি অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা লাভ করল সেই বিষয়ে জানতে পারেন।

৩) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, গৃহ কার্য, প্রকল্প, ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন্ ছাত্র/ছাত্রী নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে শিক্ষণের লক্ষে উপনীত হল এবং কোন ছাত্র/ছাত্রীর আরও অধিক সাহায্যের প্রয়োজন তা শিক্ষক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য টীকা লিখবেন।

৪) প্রয়োজনে কিভাবে সাহায্য করলে তারা শিখতে পারবে তার পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনা করতে গিয়ে প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীরা কেন পারল না তা খতিয়ে দেখবেন। এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষনের ক্ষেত্রে অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কি ধরনে সাহায্য করতে পারে, তাদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ, মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা বা আলাদাভাবে ক্রিয়াকলপ বা পুনভ্যাস ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনা করবেন যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

৫) প্রতিটি গোট মূল্যায়নের শেষে শিক্ষক অগ্রগতির প্রতিবেদন পত্রে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর অগ্রগতির খতিয়ান লিখবেন এবং মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রতিবেদনে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রের প্রতিটি বিষয়ের প্রদর্শনের মান, কোন ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীটি ভালো, কোন ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীটির অধিক মনোযোগের প্রয়োজন ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা বিদ্যালয়ে কৃত কিছু কাজ যেমন টীকা খাতা, প্রকল্প, কলা ইত্যাদির নমুনা মা-বাবাকে দেখিয়ে, ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক বিকাশের কথা আলোচনা করবেন।

৬) ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ইপ্সিত পরিবর্তন সাধন করার জন্য শিক্ষকরা লক্ষ্য রাখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতির খতিয়ানে থাকা (৩১ পৃষ্ঠায়) সবটি দিশের পর্যবেক্ষণ করে গোট মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক বর্ণনামূলক মন্তব্য করবেন। এই ধরনের মন্তব্য শিকন-শেখন প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল শিক্ষকের মতামত নিয়ে করা উচিত।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের বিষয় ঃ

১) মৌখিক প্রশ্ন
২) লিখিত প্রশ্ন
৩) ক্রিয়াকলাপ
৪) প্রকল্প
৫) দলীয় কার্য
৬) পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ তালিকা
৭) ক্ষেত্র অধ্যয়ন
৮) ক্যুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

শিক্ষকের প্রতিফলন

- ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণভাবে জড়িত করতে পারা গেছে কি না?
- তারা উপযুক্তভাবে শিখতে পেরেছেকি না?
- তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলো বুঝতে পারা গেছে কি না?
- শ্রেণিতে পাঠ বুঝতে না পারা কোনো ছাত্র আছে কি না? তাদের অভিরোচিত ও শিখন কার্যে অধিক আগ্রহান্বিত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজির মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?

ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি বিকাশের পথে ছাত্র-ছাত্রীরা কতখানি লগোতে পেরেছে সেই বিষয়ের আভাষ লাভ করাই ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। এই গুণরাজি একই পর্যায়ের বা একই বয়সের ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তাই এর নির্ধারনের কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি মূল্যায়ন করার সময়ে লক্ষনীয় কিছু দিক —

১) শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে লাভ করা প্রতিক্রিয়া
২) শিক্ষকের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশনা দেবার সময় বা শিক্ষক যা বলেছেন সেই কথা শোনার সময়
৩) আলোচনা ইত্যাদিতে ভাগ নেবার সময়
৪) ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন করার সময়
৫) ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার সময়
৬) ছাত্র-ছাত্রীদের চলা-ফেরা করার সময়
৭) শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথোপকথনের সময়
৮) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারে
৯) সমবয়সী দের সঙ্গে কাজ করার সময়
১০) লেখার সময়

শিক্ষক প্রতিদিন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে বা বাইরে, মূল্যায়নের সময় বা গ্রন্থাগারে কর্মরত অবস্থায় মাঠে খেলার সময় অবিরতভাবে পর্যবেক্ষনের দ্বারা এই কার্য সম্পাদন করতে পারেন। আবার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন — কলা, সঙ্গীত, নৃত্য, খেলা-ধুলা, বিদ্যালয়ে পালিত যেকোনো উৎসবে শিক্ষক ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের সঙ্গে জড়িত দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শিক্ষক সারাবছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের এভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এক একটি গোট মূল্যায়নের শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজির খতিয়ান তুলে ধরবেন। এই খতিয়ান বর্ণনামূলক হওয়া উচিত। গ্রেডে প্রকাশ করা অনুচিত।

ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজির টিকা লিখতে গিয়ে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর ভালো গুণের উল্লেখই করা উচিত। কারন একজন শিশুর সমস্ত গুণ নাও থাকতে পারে। ওর যেটুকু গুণ আছে তার উন্নীতকরনেই শিক্ষকে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

মূল্যায়ন ব্যবস্থার নির্দেশাবলী ঃ

সরকারী বিজ্ঞপ্তি নং AEE. 499/2010/14-A dated 29/04/2011এর মাধমে নিম্ন উল্লেখিত অনুযায়ী বছরটিতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য চারটি গোট মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য প্রতিটি পাঠ শেষ হওয়ার পর পাঠে থাকা ধারনা/দক্ষতাসমূহ মূল্যায়ন করে যাবেন। নির্দিষ্ট মাসগুলোতে শিক্ষণ/শেখন শেষ হওয়া পাঠগুলোর উপর গোঠভিত্তিক মূল্যায়ন করবেন। এবং নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুর (Children with special need) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জরুরী কয়েকটি নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হল। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনবোধে নির্দেশনাবলী সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ করলে এই ধরনের শিশুরা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবে। এই নির্দেশনা সমূহ হ'ল—

১) প্রয়োজন অনুযায়ী এইসকল ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত সময় দেওয়া যেতে পারে। অবসাদ দূর করার জন্য এই সময়টুকুর মধ্যে অবসরের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

২) ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে দিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপে কেলকুলেটার, এবেকাস, টেইলর ফেইমের যোগাযোগ বোর্ড, হেলানো বোর্ড, টেপ রেকর্ডার পেইন গ্রিপস ইত্যাদি।

৩) শ্রবণ বাধাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ভাষা আহরনের অসুবিধা থকার জন্য মূল্যায়নের পদ্ধতি রচনাভিত্তিক হওয়ার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত। প্রশ্নসমূহের ভাষা সহজ-সরল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪) যাদের দৃষ্টি শক্তির অসুবিধা আছে তাদের জন্য প্রশ্নপত্রসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রেইল/বড় বড় অক্ষরে ছাপা হওয়া উচিত।

৫) যতদূর সম্ভব যতি চিহ্ন, বানান এবং ব্যাকরণগত ভুলের জন্য কম নম্বর দেওয়া উচিত নয়।

৬) পরীক্ষার সময় দেওয়া মৌখিক নির্দেশসমূহ বোর্ডে লিখে দেওয়া উচিত।

৭) প্রয়োজনে একজন লিপিকারক নিয়োগ করা উচিত।

৮) মগজের পক্ষাঘাতদুষ্ট শিশুদের ব্যবহার করতে দেওয়া খাতা/কাগজ যথেষ্ট মোটা হওয়া উচিত। যেহেতু এই ধরণের শিশুরা লেখার সময় যথেষ্ট চাপ দিয়ে লেখে।

৯) মানসিক বাধাগ্রস্ত শিশুর মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা প্রশ্নসমূহের জটিলতা শিশুর বোধগম্যতা ভিত্তি করে নির্ণয় করা উচিত।

মূল্যায়ন সূচী ঃ

মূল্যায়ন নং	অনুষ্ঠিত করা মাস	নম্বর	গ্রেড	বর্ণনামূলক মন্তব্য
মূল্যায়ন - ১	এপ্রিল	৫০		
মূল্যায়ন - ২	জুন	৫০		
মূল্যায়ন - ৩	অক্টোবর	৫০		
মূল্যায়ন - ৪	ডিসেম্বর	৫০		

প্রত্যেক মূল্যায়নে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতির সম্পর্কে বিবরণ এবং বিশ্লেষণ করবে। ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক শিকনের অগ্রগতি এবং শিকন ব্যবধানের আভাষ নেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা সহায়ক হবে। সারা বসর ধরে এই প্রক্রিয়া বাহাল থাকবে।

'ক' শ্রেণির মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিভিন্ন দিকে শিশুর কতটুকু বিকাশ সাধন হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরে। যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে 'ক' শ্রেণির উদ্দেশ্যগুলোর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যগুলো হল —

১) শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার অভ্যেস গড়ে তোলা

২) খেলা-ধুলা, ক্রিয়াকলাপের দ্বারা শিশুর শারীরিক, মানসিক, বোধশক্তি, আবেগিক-সামাজিক বিকাশ সাধন করা

৩) পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য অধিক আগ্রহান্বিত করা আর তার জন্য প্রস্তুত করে তোলা

এধরনের বিকাশের পথে শিশুরা 'কতদূর' এগোচ্ছে তার খতিয়ান নেওয়ার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। এমন কি মৌখিক পরীক্ষা থেকেও বিরত থাকা বাঞ্চনীয়। এর পরিবর্তে শিশুরা কিভাবে বিভিন্ন খেলা-ধুলা, ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেছে — ওদের প্রতিযোগিতা এবং মনোযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'পর্যবেক্ষণ' করা উচিত। এই 'পর্যবেক্ষণ' শুধু এক দিনের জন্য হওয়ার পরিবর্তে অবিরত হওয়া বাঞ্চনীয়। প্রয়োজন সাপেক্ষে শিশুকে শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য করা দরকার।

বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত সময় দেওয়া, নির্ধারিত কার্যসূচি এবং ক্রিয়াকলাপ বদলানোটাও উচিত।

মূল্যায়নের খতিয়ান ঃ

(ক) বিদ্যায়তনিক (বিষয়ভিত্তিক)

(খ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির খতিয়ান।

ছাত্র-ছাত্রীর অগ্রগতির খতিয়ান

বিদ্যালয়ের নাম ঃ
ছাত্রী/ছাত্রীর নাম ঃ
শ্রেণি ঃ **শৈক্ষিক বর্ষ ঃ**

বিদ্যায়তনিক দিশ				
বিষয় / মূল্যায়ন	মূল্যায়ন ১ (৫০)	মূল্যায়ন ২ (৫০)	মূল্যায়ন ৩ (৫০)	মূল্যায়ন ৪ (৫০)
ভাষা - ১				
ভাষা - ২				
ভাষা - ৩				
গণিত				
পরিবেশ অধ্যয়ন				
সমাজ বিজ্ঞান				
বিজ্ঞান				
স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা				
কলা শিক্ষা				
কর্ম শিক্ষা				
মোট				

ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি (বর্ণনামূলক মন্তব্য)	
নিয়মানুবর্তিতা	
বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	
প্রতিবন্ধীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	
সত্যবাদিতা	
অনুশাসন	
সময়ানুবর্তিতা	
সমমর্মিতা	
সহযোগিতা	
মনোযোগ	
মনোভাব ঃ	
(ক) নিজের প্রতি, সহযোগীর প্রতি (খ) শিক্ষকের প্রতি	
আবেগ নিয়ন্ত্রণ	
নেতৃত্ববোধ	
অন্যান্য	

শিক্ষকের মন্তব্য ঃ .....

পিতৃ-মাতৃ/অভিভাবকের স্বাক্ষর ..... শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর.....

তারিখ ..... প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর.....

মূল্যায়নে মান (গ্রেড) ব্যবহার ঃ

নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নম্বর/গ্রেডের ওপর যদিও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়, তবুও আমাদের রাজ্যে মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকের সুবিধার্থে সামান্য পরিবর্তন করে গত বছরের মত এবছরও গ্রেড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় নিম্নোক্ত ধরনে গ্রেড ব্যবহার করবেন।

(ক) বিদ্যায়তনিক দিকের জন্য

গ্রেড A+	—	(৯১-১০০) %	গ্রেড C+	—	(৫১-৬০) %
গ্রেড A	—	(৮১ - ৯০) %	গ্রেড C	—	(৪১-৫০) %
গ্রেড B+	—	(৭১ - ৮০) %	গ্রেড D	—	(৪০% ও ৪০% এর নীচে)
গ্রেড B	—	(৬১-৭০) %			

গ্রেড নির্ণয় ঃ $\frac{\text{বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{\text{বিষয় ভিত্তিক সর্বমোট নম্বর}} \times ১০০$

উদাহরণ ঃ

কোনও ছাত্র/ছাত্রীর প্রাপ্ত মোট নম্বর

বিষয়	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
ভাষা	৫০	৪৫
গণিত	৫০	৫০
ইংরাজি	৫০	৪০
পরিবেশ অধ্যয়ন	৫০	৪০
শারীরিক শিক্ষা	৫০	৪০
কলা শিক্ষা	৫০	৪০
সর্বমোট	৩০০	২৫৫

গ্রেড নির্ণয় ঃ $\frac{২৫৫}{৩০০} \times ১০০ = ৮৫\%$ **গ্রেড A**

(গ) ব্যক্তিগত-সামাজিক গুণরাজি

শিক্ষক এই সম্পর্কে গঠনমূলক মন্তব্য দেওয়া উচিত। যদি ছাত্র-ছাত্রীটি কোনো দিকে দুর্বল এবং অধিক বিকাশের প্রয়োজন হয় তবে তিনি **'এই ক্ষেত্রে অনগ্রসর'** বলার চাইতে **'এই ক্ষেত্রে অধিক যত্নের প্রয়োজন'** এ কথা বলা উচিত।

একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য মূল্যায়নের পর্যায় চার ধরণের হতে পারে—

পর্যায় ১ ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের যে কার্য/ক্রিয়াকলাপ দেওয়া হয় সেগুলোর আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সমাধা করতে সাহায্যের আবশ্যকতা আছে।

পর্যায় ২ ঃ করতে দেওয়া কার্য/ক্রিয়াকলাপের ধারণা যদিও আছে তবে সেগুলো সম্পাদন করতে অসুবিধা পায়।

পর্যায় ৩ ঃ ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের মতো করে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

পর্যায় ৪ ঃ করতে দেওয়া কার্য/ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অনেক জটিল কার্য সম্পাদন করতে পারে।

উল্লিখিত পর্যায়গুলো শিক্ষক নিম্নলিখিত চিহ্নের দ্বারা উপস্থাপন করতে পারে।

পর্যায় ১ ঃ △ **পর্যায় ২ ঃ** ▽ **পর্যায় ৩ ঃ** ✱ **পর্যায় ৪ ঃ** □

পিতৃ-মাতৃ/অভিভাবকের সঙ্গে কি কি দিক নিয়ে আলোচনা করবেন ?

- *তাঁদের সন্তান কি করতে পছন্দ করে বা কি করতে পছন্দ করে না সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।*
- *তাঁদের সন্তানে যে ভালো বা মন্দ কাজ করেছে সে ব্যাপারে আলোকপাত করবেন। সন্তানের কৃতকার্যতা ও উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্যের কথা তাঁদের জানাবেন।*
- *সন্তানের কোনো প্রশংসনীয় কাজ বা তার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে পরামর্শ দেবেন।*
- *ছাত্র বা ছাত্রীটির সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা, আগ্রহ বা দক্ষতা ইত্যাদি দিকসমূহের ব্যাপারে পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করবেন।*
- *সন্তানের শেখার কার্যে সহায়তা করতে পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবক কি কি করবেন বা তাঁরা সন্তানের কি কি দিক নিরীক্ষণ করবেন সে বিষয়েও আলোচনা করবেন।*

মাস অনুযায়ী বিস্তৃত কার্যসূচি ঃ

জানুয়ারি, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০	১৭ - শিল্পী দিবস ২৬ - গণরাজ্য দিবস	—	—	১, ৮, ১৫, ২২, ২৯	১৪, ১৫- পৌষ-সংক্রান্তি ও টুসু পূজা ২৩ - নেতাজির জন্মদিন ২৬ - গণরাজ্য দিবস ৩১ - মে-ডাম-মে-ফি	
২২	২	—	—	৫	৫ (-১ রবিবার)	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ **২-৭ জানুয়ারি ঃ** বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ভর্তিকরণ, বিদ্যারম্ভ প্রস্তুতি, বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি এবং প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সারা বছরের জন্য শৈক্ষিক এবং অন্যান্য কার্যের পরিকল্পনা করবেন। এই সপ্তাহটিতে বিদ্যালয়ে নামতা, হস্তাক্ষর লেখা, শব্দেরখেলা, কবিতা আবৃতি, নীতিকথামূলক গল্প বলা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের শৈক্ষিক ক্রিয়া-কলাপের আয়োজন করবেন।

⇨ **১৭ জানুয়ারি ঃ** (১) প্রাতসভায় রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার প্রতিমূর্তি /আলোকচিত্রের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুলদিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন এবং নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্পী দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে। (২) বিদ্যালয়ে সামগ্রিক ভাবে জ্যোতিপ্রসাদের গান, কবিতা, নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করতে হবে।

⇨ **২৬ জানুয়ারি ঃ** শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা গণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও সংবিধানের প্রতি নাগরিকের দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৩+৫+৬)
১, ২, ৩, ৪, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮	১ - সরস্বতী পূজা ২৮ - রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস	৬, ৭, ৮	—	৫, ১২, ১৯, ২৬	১০ - বীর চিলারায় দিবস	
২০	২	৩	—	৪	১	২৮

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

- ⇨ **৬, ৭, ৮ ফেব্রুয়ারি** — বার্ষিক ক্রীড়া।
- ⇨ **১ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পূজা**
- ⇨ **২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ** রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন ও স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তির সাহায্যে দিবসের তাৎপর্য এবং বিজ্ঞানে ওপর আলোচনা চক্র/জনপ্রিয় বক্তৃতা অনুষ্ঠিত করবেন।

মার্চ, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
১,২, ৩, ৪, ৬, ৭,৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১	৪ - শিশু সুরক্ষা দিবস ২২ - বিশ্ব জল দিবস	—	—	৫, ১২, ১৯, ২৬	১২ - দোল যাত্রা	
২৭	২	—	—	৪	১ (-১ রবিবার)	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

- ⇨ **৪ মার্চ ঃ** প্রাতঃসভায় শিক্ষক শিশুর সুরক্ষা ও সজাগতা সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।
- ⇨ **২২ মার্চ ঃ** প্রাতঃসভায় জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সজাগতা সৃষ্টির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা দিবসের তাৎপর্য সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করবে। ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা পূর্বেই প্রস্তুত শ্লোগান, পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন করাবেন। নিয়মিত পাঠদান হবে।

এপ্রিল, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯	৭ - বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	—	৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১	২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০	১৪, ১৫, ১৬ - গুড ফ্রাইডে এবং চৈত্র সংক্রান্তি (বাংলা নববর্ষ) ২৭ - দামোদর দেবের তিথি	
২২	১	—	৮	৫	৪ (-১ রবিবার)	৩০

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

- ⇨ প্রথম অংশ মূল্যায়নের জন্য ৩ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারন করবেন। তার পরের সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের খতিয়ান অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- ⇨ **৭ এপ্রিল ঃ** প্রাতঃসভায় সেই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করে ছাত্র-ছাত্রী তথা বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

মে, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১	১১ - বিজ্ঞান আরু প্রযুক্তিবিদ্যা দিবস	—	—	৭, ১৪, ২১, ২৮	১ - মে দিবস ১০ - বুদ্ধ পূর্ণিমা	
২৫	১	—	—	৪	২	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ **১১ মে ঃ** মধ্যাহ্ন বিরতির পরে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা বা তর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করবেন। এগুলোর মূল্যায়নের খতিয়ান শিক্ষক করবেন। এই অনুষ্ঠানগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অর্পণ করবেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞানের ওপর জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করবেন।

জুন, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫)
১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০	৫ - বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০ - কলাগুরু বিষ্ণু রাভা দিবস	—	১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩	৪, ১১, ১৮, ২৫	১০ - শ্রীশ্রী মাধবদেবের জন্মোৎসব ২৬ - ইদ-উল-ফিতর	
২৪	২	—	৮	৪	২	৩০

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ দ্বিতীয় অংশ মূল্যায়নের জন্য ১৫ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারন করবেন। তার পরের সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের খতিয়ান অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

⇨ **৫ জুন ঃ** (১) প্রাতঃসভায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য গাছ-পালার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন; (২) পূর্ব প্রস্তুতি সহকারে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করবেন; (৩) পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রদূষণের হ্রাসকরন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর রচনা লেখা, কবিতা লেখা, আকস্মিক বক্তৃতার মতো অনুষ্ঠান রূপায়িত করবেন; (৪) উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আগে থেকেই প্রস্তুত করো পরিবেশ প্রদূষণের ওপর ক্ষেত্র অধ্যয়ন/প্রকল্প আদি উপস্থাপন করাবেন।

⇨ **২০ জুন ঃ** (১) প্রাতঃসভায় কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার প্রতিমূর্তি/আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন; (২) দুই পিরিওড পাঠদানের পর বিদ্যালয়ে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার জীবন দর্শনের আলোচনা, গান-বাজানা চর্চার আয়োজন করবেন।

⇨ **৩০ জুন** অর্থাৎ গ্রীষ্মে বন্ধের পূর্ব দিনে বন্ধের সময়গুলোর সদ্ব্যবহার করার জন্য কয়েকটা গৃহ কার্য, প্রকল্প ইত্যাদি করতে দেবেন।

জুলাই, ২০১৬

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৫+৬)
গ্রী	১১ - বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ষ্মে র	ব	ন্ধ	২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১	
—	১	—	—	৫	২৬	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

- ⇨ গ্রীষ্মের বন্ধের শুরুতে ১০ দিনের কার্যসূচী হাতে নিয়ে গ্রীষ্ম শিবির অনুষ্ঠিত করতে হবে। এই কগ্রীষ্ম শিবির বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি এবং মাতৃগোষ্ঠীর সদস্যদের সহযোগিতাই অনুষ্ঠিত করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা, কলা শিক্ষা এবং কর্ম শিক্ষা প্রদান করাই হল এই শিবিরের উদ্দেশ্য। উক্ত কার্যসূচী সংক্রন্ত তালিকা এই দিনপঞ্জীর ৯-১৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
- ⇨ গ্রীষ্মের বন্ধের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে সহায় করার প্রতি আগ্রহান্বিত করবেন।
- ⇨ সেই সময়ে অনুষ্ঠিত সামাজিক উৎসব-পার্বন তথা অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন।
- ⇨ গৃহকর্ম হিসেবে প্রকল্প তথা অন্যান্য কার্য যাতে এই সময়েই সম্পূর্ণ করে তা নিশ্চিত করবেন।
- ⇨ **১১ জুলাই ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগতা সৃষ্টি করা।

আগষ্ট, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
১,২,৩,৪,৫,৭, ৮,৯,১০,১১,১২, ১৪, ১৬,১৭, ১৮,১৯,২১, ২২,২৪, ২৫, ২৬,২৮, ২৯, ৩০, ৩১	১৫ - স্বাধীনতা দিবস	—	—	৬, ১৩, ২০, ২৭	১৫ - স্বাধীনতা দিবস ২৩ - শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের তিথি	
২৫	১	—	—	৪	২	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ **১৫ আগষ্ট ঃ** বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন।

সেপ্টেম্বর, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬	৫ - শিক্ষক দিবস ৮ - বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস ২১ -বিশ্ব শান্তি দিবস	—	—	৩, ১০, ১৭, ২৪	২ - ঈদ-উজ-জোহা ১০ - শ্রীশ্রীমাধবদেবের তিথি ১৩ - জন্মষ্টমী ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ - দূর্গা পূজা, বিজয়া দশমী এবং শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্মোৎসব।	
২০	৩	—	—	৪	৭(-১ রবিবার)	৩০

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ **৫ সেপ্টেম্বর ঃ** ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন আর তাঁর জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাবেন।

⇨ **৮ সেপ্টেম্বর ঃ** পূর্বের ঘোষণার ভিত্তিতে প্রাতঃসভায় নির্দিষ্ট শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে সাক্ষরতা দিবসের গুরুত্বের ওপরে আলোকপাত করবেন। তদুপরি ছাত্র-ছাত্রীর নিজের মতো করে/দলগতভাবে সাক্ষরতা বিষয়ক বিভিন্ন শ্লোগান, প্লে-কার্ড, ফেষ্টুন ইত্যাদি প্রদর্শন করবে।

⇨ **২১ সেপ্টেম্বর ঃ** প্রাতঃসভায় আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবে। কীভাবে ছাত্রাবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবদান যোগাতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা করবেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার শপথ বাণী প্রস্তুত করে সবাই শপথ নেবেন।

অক্টোবর, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১	২ - গান্ধী জয়ন্তী ১৩ - আন্তর্জাতিক দুর্যোগ নিবারণ দিবস ১৪ - লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া জয়ন্তী ১৫ - বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস	—	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭	১, ৮, ১৫, ২২, ২৯	২ - গান্ধী জয়ন্তী ১৮ - কাতি বিহু ২৯ - কালী পূজা এবং দ্বীপান্বিতা ২৬ - ছট্ পূজা	
২২	৪	—	৮	৫	৪	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ তৃতীয় অংশ মূল্যায়নের জন্য ৯ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারন করবেন। তার পরের সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের খতিয়ান অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

⇨ **২ অক্টোবর ঃ** (১) মহাত্মা গান্ধির প্রতিমূর্তি/আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন; (২) সামগ্রীকভাবে সাফাইয়ের কাজ করাবেন; (৩) মহাত্মা গান্ধির জীবন দর্শন ও অবদান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করবেন।

⇨ **৫ অক্টোবর লক্ষ্মী পূজা** উপলক্ষে দৈনিক সময় তালিকার প্রথম চারটি পিরিওডে পাঠদান করাবেন এবং বিরতির সময় থেকে অর্ধ ছুটি ঘোষণা করবেন।

⇨ **১৩ অক্টোবর ঃ** (১) মধ্যাহ্ন বিরতির পরের পিরিওডগুলোয় প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করার কৌশল ও সজাগতা বৃদ্ধির সম্পর্কে আলোচনা করবেন; (২) যদি সম্ভব হয় তাহলে মণ্ডলভিত্তিক দুর্যোগ নিবারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্যোগের সময়ে/আগে বা পরে গ্রহণীয় ব্যবস্থাবলি ও সাবধানতার বিষয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

⇨ **১৪ অক্টোবর ঃ** রসরাস লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন। অসমিয়া সাহিত্যে বেজবরুয়ার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের 'বুঢ়ী আইর সাধু'র সঙ্গে দেশি/বিদেশি গল্পা বলা এবং শোনানোর ব্যবস্থা করবে।

⇨ **১৫ অক্টোবর ঃ** বিদ্যালয়ে দক্ষ ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ার কথা উল্লেখ করবেন। সেই সঙ্গে 'বিশ্ব ছাত্র দিবস' উপলক্ষে ড° এ. পি. জে আব্দুল কালামের জীবন ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

নভেম্বর, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৫+৬)
১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০	৫ - সুধাকণ্ঠ দিবস ১১ - রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দিবস ১৪ - শিশু দিবস ১৯ - বিশ্ব অনাময় দিবস	—	—	৫, ১২, ১৯, ২৬	৪ - গুরুনানকের জন্মদিন ২৪ -লাচিত দিবস	
২৪	৪	—	—	৪	২	৩০

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

⇨ **৫ নভেম্বর ঃ** প্রাতঃসভায় ড° ভূপেন হাজরিকার প্রতিমূর্তি/আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন। ড° হাজরিকার জীবন ও কর্মরাজি সম্পর্কে আলোচনা, সংগীত, আবৃত্তি ইত্যাদির চর্চা করবেন।

⇨ **১১ নভেম্বর ঃ** (১) প্রাতঃসভায় স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম দিন উপলক্ষে আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ করবেন; (২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবন ও কর্মরাজি সম্পর্কে আলোচনা করবেন; (৩) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রচনা লেখা, আকস্মিক বক্তৃতা, তর্ক/ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করাবেন।

⇨ **১৪ নভেম্বর ঃ** (১) পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিনটি 'শিশু দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রাতঃসভায় চাচা নেহরু-র আলোকচিত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন; (২) শিশুদের মধ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান ও 'যেমন খুশি তেমন সাজো' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করাবেন।

⇨ **১৯ নভেম্বর ঃ** প্রাতঃসভায় সেই দিনটির তাৎপর্যও অনাময় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে দিনটির তাৎপর্য লিখিয়ে পাঠ করিয়ে শোনাবেন।

ডিসেম্বর, ২০১৭

শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (১+৩+৫+৬)
১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬	১ - বিশ্ব এইড্‌স দিবস ৩ - বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস	১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০	৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬	৩, ১০, ১৭, ২৪, ৩১	২ - অসম দিবস (চুকাফা দিবস) ২৫ - বড়দিন (যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন)	
১৩	২	১১	৮	৫	২	৩১

উদযাপনের দিনে কী করবেন ঃ

- ⇨ চতুর্থ অংশ মূল্যায়নের জন্য ৮ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারন করবেন। তার পরের সপ্তাহে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের খতিয়ান অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- ⇨ **১ ডিসেম্বর ঃ** এইড্‌স রোগের ভয়াবহতা এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করবে।
- ⇨ **৩ ডিসেম্বর ঃ** প্রাতঃসভায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাবেন। প্রতিবন্ধী শিশুর সফল কাহিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে আগে থেকে সংগ্রহ কবিয়ে দিবসের দিনটিতে পাঠ করাবেন। প্রতিবন্ধীরাও যে ভিন্ন ধরনে সক্ষম তার জ্ঞান দেবেন।
- ⇨ ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যায়নের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।
- ⇨ ২৬ ডিসেম্বর থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য পাঠ পরিকল্পনা,শেখানো ও শেখার সামগ্রী ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০১৭ শিক্ষা-বর্ষের মাস অনুযায়ী রবিবার, অন্যান্য বন্ধের উদ্‌যাপন/কর্মদিন ও শ্রেণিদিনের সংখ্যা

মাস	শ্রেণি দিন	উদ্‌যাপন দিন	অন্যান্য কর্ম দিন	মূল্যায়ন দিন	রবিবার	অন্যান্য বন্ধের দিন	মোট দিন
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
জানুয়ারি	২২	২	-	-	৫	৪	৩১(১+৫+৬)
ফেব্রুয়ারি	২০	২	৩	-	৪	১	২৮ (১+৩+৫+৬)
মার্চ	২৭	২	-	-	৪	-	৩১ (১+৫+৬)
এপ্রিল	২২	১	-	৮	৫	৩	৩০ (১+৫+৬)
মে	২৫	১	-	-	৪	২	৩১ (১+৫+৬)
জুন	২৪	২	-	৮	৪	২	৩০ (১+৫+৬)
জুলাই	-	১	-	-	৫	২৬	৩১(৫+৬)
আগস্ট	২৫	১	-	-	৪	২	৩১ (১+৫+৬)
সেপ্টেম্বর	২০	৩	-	-	৪	৬	৩০ (১+৫+৬)
অক্টোবর	২২	৪	-	৮	৫	৪	৩১ (১+৫+৬)
নভেম্বর	২৪	৪	-	-	৪	২	৩০ (১+৫+৬)
ডিসেম্বর	১৩	২	১১	৮	৫	২	৩১ (১+৩+৫+৬)
মোট ঃ	**২৪৪**	**২৫**	**১৪**	**৩২**	**৫৩**	**৫৪**	**৩৬৫**(১+৩+৫+৬)

- বার্ষিক ক্রীড়া — ৩ দিন (ফেব্রুয়ারি ৬, ৭, ৮)
- অংশ মূল্যায়ন ২— ৮ দিন (জুন ১৫-২৩)
- অংশ মূল্যায়ন ৪— ৮ দিন (ডিসেম্বর ৮-১৬)
- অংশ মূল্যায়ন ১—৮ দিন (এপ্রিল ৩-১১)
- অংশ মূল্যায়ন ৩—৮ দিন (অক্টোবর ৯-১৭)

দৈনিক সময় তালিকার নমুনা (১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত)

সময়	৯.০০-৯.১৫		৯.১৫ - ১০.০০	১০.০০- ১০.৪০	১০.৪০- ১১.২০	১১.২০- ১২.০০	১২.০০ - ১২.৩০	১২.৩০-১.১০	১.১০-১.৪০	১.৪০-১.৪৫
বার		শ্রেণি	১ম পিরিওড	২য় পিরিওড	৩য় পিরিওড	৪র্থ পিরিওড	বিরাম	৫ম পিরিওড	৬ষ্ঠ পিরিওড	অসমের জাতীয় সংগীতটি বিদ্যালয় ছুটীর সময়ে সবাই একসঙ্গে গেয়ে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর সমাপ্তি করবে।
সোম	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		গণিত	কলা শিক্ষা	
		২য়	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		ভাষা	কলা শিক্ষা	
		৩য়	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম	কলা শিক্ষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	
		৪র্থ	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	পরিবেশ অধ্যয়ন		কলা শিক্ষা	স্বা. শা. শিক্ষা	
		৫ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	পরিবেশ অধ্যয়ন		ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	
মঙ্গল	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	গণিত		স্বা. শা. শিক্ষা	ইংরাজি	
		২য়	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		কলা শিক্ষা	ভাষা	
		৩য়	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	ইংরাজি	বিরাম	ইংরাজি	ভাষা	
		৪র্থ	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	পরিবেশ অধ্যয়ন		গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	
		৫ম	গণিত	ভাষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	স্বা. শা. শিক্ষা		ভাষা	ইংরাজি	
বুধ	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	কলা শিক্ষা		ভাষা	স্বা. শা. শিক্ষা	
		২য়	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		কলা শিক্ষা	গণিত	
		৩য়	ভাষা	গণিত	পরিবেশ অধ্যয়ন	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম	গণিত	ইংরাজি	
		৪র্থ	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	ভাষা		পরিবেশ অধ্যয়ন	স্বা. শা. শিক্ষা	
		৫ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		পরিবেশ অধ্যয়ন	গণিত	

বার	৯.০০-৯.১৫	শ্রেণি	১ম পিরিওড	২য় পিরিওড	৩য় পিরিওড	৪র্থ পিরিওড	বিরাম	৫ম পিরিওড	৬ষ্ঠ পিরিওড	১.৪০-১.৪৫
বৃহস্পতি	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম	কলা শিক্ষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	অসমের জাতীয় সংগীতটি বিদ্যালয় ছুটীর সময়ে সবাই একসঙ্গে গেয়ে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর সমাপ্তি করবে।
		২য়	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	ভাষা		ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	
		৩য়	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		কলা শিক্ষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	
		৪র্থ	ভাষা	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	ইংরাজি		পরিবেশ অধ্যয়ন	ভাষা	
		৫ম	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		পরিবেশ অধ্যয়ন	কলা শিক্ষা	
শুক্র	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	ভাষা	গণিত	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম	ইংরাজি	কলা শিক্ষা	
		২য়	গণিত	ভাষা	পরিবেশ অধ্যয়ন	স্বা. শা. শিক্ষা		গণিত	ইংরাজি	
		৩য়	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	পরিবেশ অধ্যয়ন		ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	
		৪র্থ	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা		পরিবেশ অধ্যয়ন	কলা শিক্ষা	
		৫ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	পরিবেশ অধ্যয়ন		ভাষা	স্বা. শা. শিক্ষা	
শনি	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	১ম	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম			
		২য়	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা				
		৩য়	ভাষা	ইংরাজি	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা				
		৪র্থ	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা				
		৫ম	ভাষা	ইংরাজি	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা				

*** দৈনিক সময় তালিকা প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিষয়ের গুরুত্ব এবং অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করে নেবেন।**

*** দৈনিক সময় তালিকায় 'স্বা. শা. শিক্ষা' স্বাস্থ্য ও পরিবেশ শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।**

দৈনিক সময় তালিকার নমুনা (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত)

সময়	৯.০০-৯.১৫		৯.১৫-১০.০০	১০.০০-১০.৪০	১০.৪০-১১.২০	১১.২০-১২.০০	১২.০০-১২.৩০	১২.৩০-১.১০	১.১০-১.৪৫	১.৪৫-২.২৫	২.২৫-২.৩০
বার		শ্রেণি	১ম পিরিওড	২য় পিরিওড	৩য় পিরিওড	৪র্থ পিরিওড	বিরাম	৫ম পিরিওড	৬ষ্ঠ পিরিওড	৭ম পিরিওড	অসমের জাতীয় সংগীতটি বিদ্যালয় ছুটীর সময়ে সবাই একসঙ্গে গেয়ে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর সমাপ্তি করবে।
সোম	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	ভাষা	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	সমাজ বিজ্ঞান		ইংরাজি	বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	
		৭ম	গণিত	ভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	স্বা. শা. শিক্ষা	বিরাম	বিজ্ঞান	ইংরাজি	কর্ম শিক্ষা	
		৮ম	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান		ইংরাজি	সমাজ বিজ্ঞান	কলা শিক্ষা	
মঙ্গল	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	গণিত	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান		হিন্দি	ভাষা	কর্ম শিক্ষা	
		৭ম	ভাষা	ভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	বিরাম	বিজ্ঞান	ইংরাজি	কলা শিক্ষা	
		৮ম	গণিত	স্বা. শা. শিক্ষা	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান		ইংরাজি	ভাষা	কর্ম শিক্ষা	
বুধ	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	সমাজ বিজ্ঞান		বিজ্ঞান	কলা শিক্ষা	ভাষা	
		৭ম	গণিত	ভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	বিরাম	হিন্দি	ইংরাজি	কলা শিক্ষা	
		৮ম	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান		হিন্দি	ইংরাজি	স্বা. শা. শিক্ষা	

বার	৯.০০-৯.১৫	শ্রেণি	১ম পিরিওড	২য় পিরিওড	৩য় পিরিওড	৪র্থ পিরিওড	বিরাম	৫ম পিরিওড	৬ষ্ঠ পিরিওড	৭ম পিরিওড	২.২৫-২.৩০
বৃহস্পতি	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান	বিরাম	হিন্দি	সমাজ বিজ্ঞান	কলা শিক্ষা	অসমের জাতীয় সংগীতটি বিদ্যালয় ছুটীর সময়ে সবাই একসঙ্গে গেয়ে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর সমাপ্তি করবে।
		৭ম	গণিত	ভাষা	সমাজ বিজ্ঞান	বিজ্ঞান		সমাজ বিজ্ঞান	হিন্দি	কলা শিক্ষা	
		৮ম	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান		ইংরাজি	হিন্দি	কলা শিক্ষা	
শুক্র	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	ভাষা	গণিত	ইংরাজি	সমাজ বিজ্ঞান	বিরাম	বিজ্ঞান	হিন্দি	স্কাউট ও গাইড	
		৭ম	গণিত	ভাষা	ইংরাজি	বিজ্ঞান		সমাজ বিজ্ঞান	হিন্দি	স্কাউট ও গাইড	
		৮ম	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান	বিরাম	হিন্দি	বিজ্ঞান	স্কাউট ও গাইড	
শনি	সাফাই, প্রাতঃসভা, দিনটির চিন্তা	৬ষ্ঠ	ভাষা	গণিত	বিজ্ঞান	ইংরাজি					
		৭ম	গণিত	ভাষা	বিজ্ঞান	সমাজ বিজ্ঞান					
		৮ম	ভাষা	গণিত	ভাষা	সমাজ বিজ্ঞান					

*** দৈনিক সময় তালিকা প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিষয়ের গুরুত্ব এবং অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করে নেবেন।**

*** দৈনিক সময় তালিকায় 'স্বা. শা. শিক্ষা' স্বাস্থ্য ও পরিবেশ শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।**

*** শুক্রবারে শেষের পিরেওদে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিকে একসঙ্গে স্কাউট ও গাইডের ক্রিয়াকলাপ করাবেন।**

প্রাতঃসভায় গ্রহণীয় সংকল্পের কয়টি নমুনা নীচে উল্লেখ করা হল। সে রকম সংকল্প প্রতিদিন প্রস্তুত করে পাঠ করাবেন ঃ

- ⇨ আমরা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকব।
- ⇨ আমরা আহার গ্রহণের পূর্বে হাত ধোব।
- ⇨ আমরা সব সময় খাদ্যবস্তু ও পানীয় জল ঢেকে রাখব।
- ⇨ আমরা সব সময় বিদ্যালয় ও বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করে রাখব।
- ⇨ আমরা সব সময় আবর্জনা ডাস্টবিন বা আবর্জনা ফেলবার গর্তে ফেলব।
- ⇨ আমরা রাতে শোওয়ার সময় মশারি ব্যবহার করব।
- ⇨ আমরা যেখানে-সেখাানে থু-থু ফেলব না।
- ⇨ আমরা সর্বদা বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসব। বিদ্যালয়টি সুন্দর করে রাখব। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকব। বিদ্যালয়ের নীতি-নিয়ম মেনে চলব।
- ⇨ এই বিদ্যালয়টি আমাদের। বিদ্যালয়টি আমাদের নিজের। আমরা প্রত্যেক দিন বিদ্যালয়ে আসব।
- ⇨ আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক। আমরা দেশের সম্মান অটুট রাখার চেষ্টা করব বলে সংকল্প গ্রহণ করলাম।
- ⇨ পিতা-মাতা, শিক্ষা গুরু এবং বড়োদের ভক্তি- শ্রদ্ধা করব।

❑❑❑

উদ্‌যাপন দিবসগুলোর তাৎপর্য নীচে দেওয়া হল—

১৭ জানুয়ারি ঃ (শিল্পী দিবস)

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা হলেন রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। বিশ্বের দরবারে অসম ও অসমিয়া সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। তাঁর কার্য ও মহত্ব প্রতিজন অসমবাসীর গৌরবের বিষয়। ১৯৫১ সনের ১৭ জানুয়ারি এই মহান ব্যাক্তি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর অতুলনীয় অবদান চির-স্মরণীয় করতে ১৭ জানুয়ারি দিনটি অসম সরকার 'শিল্পী দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে ছোটো ছোটো শিশুরাও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মহানতায় অনুপ্রাণিত হতে পারে।

২৬ জানুয়ারি ঃ (গণতন্ত্র দিবস)

স্বাধিনোত্তর ভারতের এক অন্যতম স্মরণীয় দিন হল ২৬ জানুয়ারি। ১৯৫০ সনে এই দিনটিতে কার্যকরী হয় 'ভারতীয় সংবিধান' যাকে স্বাধীন ভারতের মেরুদণ্ড বলা হয়। ভারতের ঐতিহ্য, সম্মান ও পরিচিতিকে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছে এই সংবিধান। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভারত সরকার ২৬ জানুয়ারি দিনটি 'গণতন্ত্র দিবস' হিসেবে মর্যাদা প্রদান করে।

১ ফেব্রুয়ারী ঃ (সরস্বতী পূজা)

হিন্দু শাস্ত্রের মতে সরস্বতী হল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যার পূজা-অর্চনা প্রতিজন ব্যক্তির বিদ্যা, জ্ঞান অর্জনকে প্রভাবিত করে। সময়ের স্রোতে এই ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে লোক-বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাই বিদ্যা অর্জনের কেন্দ্রগুলোতে বছরের বিশেষ একটি দিনে সরস্বতী পূজা পালন করার পরম্পরা স্মৃতির অতীত দিন থেকে আমাদের সমাজে চলে আসছে, যা বর্তমানে ধর্মীয় গণ্ডির পরিধি অতিক্রম করে এক সার্বজনীন পরিচিতি লাভ করেছে। শিক্ষানুষ্ঠানগুলোতে এই দিনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ (রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস)

মানব সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনির্বচনীয়। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদান নিহিত হয়ে আছে আমাদের দেশের সামগ্রিক বিকাশের ধারায়। বিকাশের এই ধারাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। তাঁর কার্যাবলি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত। ১৯২৮ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে আবিষ্কৃত 'রমন পরিঘটনা' ভেঙ্কটরমনের এক চমকপ্রদ কার্য, যার জন্য ১৯৩০ সনে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। ভেঙ্কটরমনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে ভারত সরকার ২০০০ সন থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি

দিনটি 'রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার তথা প্রসারই এই দিবসটির মূলমন্ত্র।

৪ মার্চ ঃ (শিশু সুরক্ষা দিবস)

শিশুর অধিকার ভারতীয় সংবিধানের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সংবিধান প্রদত্ত শিশুর অধিকারগুলো সুরক্ষিত করতে আর সেইগুলোর উচিত মর্যাদা প্রদানের প্রতি সকলকে সজাগ ও সচেতন করার স্বার্থে অসম সরকার ৪ মার্চ 'শিশু সুরক্ষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

২২ মার্চ ঃ (বিশ্ব জল দিবস)

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের কাছে এক ভয়াবহ সংকট হিসেবে পরিগণিত হয়েছে জলের সংকট। জলের অভাবে জীবজগতের কোনো প্রাণীই জীবিত থাকতে পারবে না। বর্তমানে বিভিন্ন ভৌতিক ও রসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে যে জলের সংকট দেখা দিয়েছে তা মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক প্রত্যাহ্বান হিসেবে পরিগণিত হবার আশঙ্কা ঘণীভূত হয়েছে। তাই জলের অপচয় রোধ সমগ্র মানব জাতির জন্য এক অপরিহার্য কার্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। জলের উচিত ব্যবহার আমাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩ সনে ২২ মার্চ তারিখটিকে 'বিশ্ব জল দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

৭ এপ্রিল ঃ (বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস)

'স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষের পরম সম্পদ।' এই কথাটি মনে রেখে সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ ও সুরক্ষিত করার স্বার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৫০ সনে ৭ এপ্রিল দিনটি 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে নিরূপিত করেছে।

১১ মে ঃ (রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি দিবস)

১৯৯৮ সনের ১১ মে তারিখটি ভারতে প্রযুক্তিবিদ্যা এক অভিলেখ স্থাপন করে। ঐ দিনটিতেই ভারত পোখরাণে পারমাণবিক পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে। তাছাড়াও ঐ দিনটিতেই ভারতের দেশীয় আকাশীযান 'হংস-৩' আকাশে উড়তে সক্ষম হয়, ঐ বিশেষ দিনেই ভারত ত্রিশুল মিসাইলের সফল নিক্ষেপন সম্পন্ন করে। প্রযুক্তিগত সাফল্যের স্বাক্ষর হিসেবে ১১ মে দিনটি 'রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

৫ জুন ঃ (বিশ্ব পরিবেশ দিবস)

প্রকৃতিকে অবমাননা করে মানব জীবনর বিকাশের ধারা তরান্বিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থ পূরণের অর্থে মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, নিজের চৌপাশের পরিবেশ বিনষ্ট করে। এই ধ্বংসমুখী প্রবণতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমগ্র বিশ্বব্যাপি মানুষের মধ্যে

পরিবেশ সংরক্ষণের সজাগতা সৃষ্টি করার অর্থে অনেক কার্যপন্থা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিপুষ্ট করে আমাদের ভূমণ্ডলকে মানুষের জন্য অধিক বাসোপযোগী করার স্বার্থে ৫ জুন তারিখটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২০ জুন ঃ (বিষ্ণু রাভা দিবস)

অসমিয়া সংস্কৃতির আরও একজন নমস্য ব্যক্তি হলেন কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার উত্তরসূরী হিসেবে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা অসম তথা অসমিয়া সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী পথ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বদা হুংকার দিয়ে জনতার জয়গানের মাধ্যমে রাভার গান ও কথার রচনাগুলোতে উজ্জীবিত হয় অসমের এক প্রকৃত ছবি। ১৯৬৯ সনের ২০ জুন এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। অসম ও অসমিয়া সংস্কৃতির ধ্বজাবাহক এই গুণী ব্যক্তির স্মরণে ২০ জুন দিনটি 'রাভা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

১১ জুলাই ঃ (বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস)

বর্তমান সমগ্র বিশ্বের সামনে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এক ভয়াবহ প্রত্যাহ্বান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই গতিক বাধা দেওয়া না যায় তাহলে আগন্তুক সময়ে মানব সভ্যতা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা প্রকট। এই ভয়াবহতার প্রতি বিশ্ববাসীক সজাগ করার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধিক রোধ করার স্বার্থে সমগ্র বিশ্ব ১১ জুলাই দিনটি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' রূপে পালন করে।

১৫ আগস্ট ঃ (স্বাধীনতা দিবস)

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা ১৫ আগস্ট দিনটি। ১৯৪৭ সনে ঐ দিনটিতে দুশো বছরের শাসন-শোষণের অন্ত করে বৃটিশ শাসক সংগ্রামী ভারতীয়দের হাতে সমর্পন করেছিল ভারতের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ-লক্ষ ভারতীয়র আপোসহীন ত্যাগ ও গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের সম্মুখে সেচ্ছাচারী বৃটিশ নত শীর হতে বাধ্য হয়েছিল, যার পরিণতি ছিল ভারতের স্বাধীনতা। ১৫ আগস্ট দিনটি তাই প্রতিজন ভারতীয়র জন্য গৌরব ও শ্রদ্ধার দিন, যে দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে সমগ্র দেশে অতি উৎসাহে পালন করা হয়।

৫ সেপ্টেম্বর ঃ (শিক্ষক দিবস)

ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্ম দিনটি আমাদের দেশে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষা ও দর্শন মূলতঃ শিক্ষক তথা শিক্ষকের কর্তব্যকে প্রভাবিত করে। তাঁর মতে একটি সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনে শিক্ষকেরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। এই দিবসটি সমগ্র দেশের শিক্ষক সমাজকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি জাগ্রত করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

৮ সেপ্টেম্বর ঃ (আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস)

আধুনিক বিশ্বের প্রথম শর্ত হচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অথাৎ পরিবর্তিত সময় ও পরিবেশের সঙ্গে এগিয়ে চলার জন্য সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর হতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে বিশ্বের অগণন মানুষ আজপর্যন্ত শিক্ষার ন্যূনতম আলোক থেকে বঞ্চিত। ভারতের মতো দেশেই আজপর্যন্ত প্রায় ৩৫% লোক নিরক্ষর। এই বৃহৎ সংখ্যক নিরক্ষর লোক দেশের অগ্রগতিতে কিভাবে সহায়ক হবে? এই ভয়াবহতার কথা উপলব্ধি করেই ইউনেস্কোর উদ্যগে সমগ্র বিশ্ব ১৯৬৭ সনে ৮ সেপ্টেম্বর দিনটি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করে বিশ্ববাসীকে সাক্ষরতার বিষয়ে জাগ্রত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

২১ সেপ্টেম্বর ঃ (বিশ্ব শান্তি দিবস)

শান্তি প্রত্যেকেরই চিরন্তন বাসনা, শান্তিপূর্ণ জীবন মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে এক অশান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যুদ্ধ, হিংসা-প্রতিহিংসার দাবানলে পৃথিবীর চারদিক আক্রান্ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি চলতে থাকলে পৃথিবীর ধ্বংস নিশ্চিত। তাই আজ সমগ্র বিশ্ববাসী শান্তির সন্ধানে বেরিয়ে আসছে। শান্তির জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'বিশ্ব শান্তি দিবস' হিসেবে বিবেচিত করেছে।

২ অক্টোবর ঃ (গান্ধি জয়ন্তী)

জাতির পিতা মহামানব মহাত্মা গান্ধি (বাপু)র জন্ম দিবস ২ অক্টোবর দিনটি গান্ধি জয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয়। ভারত তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য বাপুর ত্যাগ, কষ্ট ও সহিষ্ণুতাকে সম্মান জানিয়ে সমগ্র দেশবাসী ২ অক্টোবরে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

১৩ অক্টোবর ঃ (আন্তর্জাতিক দুর্যোগ নিবারণ দিবস)

অন্যান্য দুর্যোগ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বিশ্ববাসীর জন্য এক ভায়াবহ আকার নিয়েছে। বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণীঝড় ইত্যাদির মতো বিধ্বংসী দুর্যোগগুলো জনজীবনকে পদে পদে বিপন্ন করে আসছে। প্রকৃতির এই ধ্বংস লীলাকে সম্পূর্ণভাবে বাধা দিতে না পারলেও সময়সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের মাধ্যমে কিছু হলেও সেগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তাই বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থা বিষয়টি সর্বত্রই যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ থেকে বহু পরিমাণে পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে তাই এই দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৩ অক্টোবর দিনটি 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ নিবারণ দিবস' হিসেবে বিবেচনা করেছে।

১৪ অক্টোবর ঃ রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া(১৮৬৪-১৯৩৮)র জয়ন্তী

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম হয় ১৭৬৮ শকাব্দের (১৮৬৪ সন) ৩০ আশ্বিন শনিবারে। পিতার নাম ছিল দীননাথ বেজবরুয়া এবং মাতার নাম ছিল থানেশ্বরী দেবী। অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধির অর্থে চিন্তা ও কার্য যে সকল ব্যক্তি করেছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তিনি অসমিয়া সাহিত্যের কর্ণধার। তিনি অসমিয়া ছোটো গল্পের প্রবর্তক এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগসমূহের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি অসমিয়া সাহিত্যে 'সাহিত্যরথী', 'সাহিত্যসম্রাট' ও 'রসরাজ' উপাধিতে সুপরিচিত। তাঁর কিছু বিখ্যাত রচনা হল— বুড়ি আইর সাধু, ককা দেওতা আরু নাতি, জুনুকা, লিতিকাই,

পাচনি, নোমল, বেলিমার ইত্যাদি। অসম সাহিত্য সভার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সপ্তম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। অসম সাহিত্য সভার ত্রয়োদশ অধিবেশনে তাঁকে 'রসরাজ' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল।

১৫ অক্টোবর ঃ (বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস)

সুস্থ শরীরের আধার হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। শিশুকাল থেকেই এই চেতনা জাগ্রত করতে পারলেই সুস্থ জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন রোগ, বীজাণু ঘিরে থাকে তা আমরা সকলেই জানি। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের প্রদূষণও আমাদের পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করছে। এই ধরণের পরিবেশ থেকে আমাদের নিজেকে রক্ষা করার জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। আহার গ্রহণের আগে আমাদের সাবান ও পরিষ্কার জল দিয়ে হাত ধোয়া আমাদের শরীরের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা সফল করতেই আমাদের উচিত ছেলে-মেয়েদের বুঝতে পারার বয়স থেকেই এই বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া। এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮০ সনে ১৫ অক্টোবর তারিখটি 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

১৫_ই অক্টোবর ঃ (বিশ্ব ছাত্র দিবস)

ড^{0} এ. পি. জে আব্দুল কালামের অসাধারন কর্মরাজী কেবল ভারতবর্ষই নয় সমগ্র বিশ্ববাসীকে অভিভূত করেছে। একটি দেশের সন্মানীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর কার্যকালের প্রতিটি মূহুর্তে নিষ্ঠা এবং সততার পরিচয় প্রদান করা এই মহান ব্যক্তি নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন। নবপ্রজন্মকে সার্থক জীবন দীক্ষায় দীক্ষিত ককরার প্রয়াসের মাধ্যমেই ড^{0} কালামের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। আর তাই আমৃত্যু তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন দেখার প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর জীবনাদর্শ পৃথিবীর আপামর জনসাধারনকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আদর্শ, নিষ্ঠা, সততা এবং ত্যাগের এই মহান দৃষ্টান্ত অক্ষুন্ন রাখতে রাষ্ট্রসংঘ তাঁর জন্মদিন অর্থাৎ ১৫ ই অক্টোবর দিনটিকে '**বিশ্ব ছাত্র দিবস**' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। সূতরাং বিদ্যালয়গুলিতে এই বিশেষ দিনটি তাঁর জীবন এবং কর্মরাজী সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্‌যাপন করবে।

৫ নভেম্বর ঃ (সুধাকণ্ঠ দিবস)

অসমের আর একজন কিংবদন্তী পুরুষ হলেন ড° ভূপেন হাজরিকা, যার অতুলনীয় অবদান অসমিয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে চিরনমস্য করে রাখবে। সেই গুণীজনের মৃত্যুর দিন ৫ নভেম্বর অসম সরকার 'সুধাকণ্ঠ দিবস' হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে।

১১ নভেম্বর ঃ (রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দিবস)

শিক্ষা হল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। স্বাধীন ভারতকে উচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে। তাঁর আদর্শ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবল ও আধুনিক করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সেই জন্য এই মহান ব্যক্তির জন্মদিন ১১ নভেম্বর দিনটি ভারত সরকার 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

১৪ নভেম্বর ঃ (শিশু দিবস)

এই দিনটি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন। শিশুদের মধ্যে তিনি 'চাচা নেহেরু' হিসেবে পরিচিত। তাঁর জীবন ও দর্শন সকলের সমাদৃত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঞ্জীবিত রাখতে তাঁর কষ্ট ও নিষ্ঠা প্রতিজন ভারতীয়র অনুপ্রেরণার উৎস। শিশুর প্রতি স্নেহ, অনুরাগ ছিল নেহেরুর স্বভাবজাত প্রকৃতি। তাই তাঁর জন্মদিন সমগ্র ভারতে 'শিশু দিবস' হিসেবে পরিচিত।

১৯ নভেম্বর ঃ (বিশ্ব অনাময় দিবস)

বিশুদ্ধ জল, শৌচালয় তথা অনাময় ব্যবস্থা শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস করার উত্তম উপায়। বর্তমানে পৃথিবীতে শিশুর মৃত্যুর বর্ধিত হার লক্ষ্য রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ের ওপরে জন-সজাগতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯ নভেম্বর তারিখটি 'বিশ্ব অনাময় দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১ ডিসেম্বর ঃ (বিশ্ব এইড্‌স দিবস)

আধুনিক মানব সভ্যতার সামনে এক অন্যতম প্রত্যাহ্বান হচ্ছে এইড্‌স রোগ। এই রোগের ভয়াবহতা এবং এর সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিজন ব্যক্তিক সজাগ করার অর্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১ ডিসেম্বর দিনটিকে 'বিশ্ব এইড্‌স দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩ ডিসেম্বর ঃ (বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস)

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মানুষের উন্নতির অন্তরায় নয়। এই চিন্তাকে স্বাগত জাতিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সবাইকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সহমর্মীতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়ে ৩ ডিসেম্বর তারিখটি 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা

- পালা করে ছাত্রদের দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের চারদিক পরিষ্কার করা।
- অনাময় ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলো কে কখন পালন করবে তা নির্ধারণ করা।
- শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির পরামর্শ অনুসারে পালা করে পানীয় জলের উৎস ও শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চালু অবস্থায় রাখার কাজের তদারকি করা।
- বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রাপ্ত অনুমোদনের টাকায় বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির মাধ্যমে পানীয় জলের উৎস ও শৌচাগার মেরামত করা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলোর দৈনিক নিরীক্ষণ করা।

শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের সুবিধার্থে অসমের জাতীয় সংগীত এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত এখানে সন্নিবিষ্ট করা হল—

অসমের জাতীয় সংগীত

অ' মোর আপোনার দেশ
অ' মোর চিকুণী দেশ
এনেখন সুওলা এনেখন সুফলা
এনেখন মরমর দেশ।

অ' মোর সুরীয়া মাত
অসমৰ সুওদি মাত
পৃথিবীর ক'তো বিচারি জনমটো
নোপোয়া করিলেও পাত।

অ' মোর ওপজা ঠাই
অ' মোর অসমী আই
চাই লওঁ তোমার মুখনি এবার
হেঁপাহ মোর পলোয়া নাই।

—সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

(উৎস ঃ অসমের জাতীয় সংগীত এবং জনজাতীয় ভাষারূপ অধ্যয়ন গবেষণা প্রকল্প, খারঘুলি, গুয়াহাটি-৪)

রাষ্ট্রীয় সংগীত

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গল-দায়ক জয়হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা!
জয় হে ,জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুণোৎসব (গুণগত শিক্ষা প্রসারের এক অভিনব পদক্ষেপ)

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের দেশের সকল শিশুদের শিক্ষা লাভকে সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করেছে। আইনটির ২৯ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত বয়ঃসীমার প্রত্যেক শিশু নিঃশর্তভাবে সামগ্রিক, গুনগত এবং শিশুসুলভ শিক্ষার সুফল লাভ বাধ্যতামূলক। আইনের এই নির্দেশানুযায়ী সারা দেশে গুনগত শিক্ষার পথ মসৃণ করার উদ্দেশ্যে সচেতন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে, যাতে দেশের ভাবী প্রজন্মের শিক্ষার পরিকাঠামো নিখুঁত এবং মজবুত হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে চলা এই প্রচেষ্টায় অনেকগুলি দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি অন্যতম দিক হ'ল - রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা পাঠ্যপুথি, কার্যভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিক্ষক প্রশিক্ষন ও গুনসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহন ইত্যাদি। এই সমগ্র প্রচেষ্টার দ্বারা যদিও শিশুর শৈক্ষিক ফলাফল গুনগত দিক থেকে ত্বরান্বিত হয়েছে, তৎসত্বেও বর্তমান সময়ে আমাদের এমন এক ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার সাহায্যে শিশুর শেখনের মান নিরূপেনের মাধ্যমে শেখার ব্যবধানসমূহ সনাক্ত করা যাবে এবং যথোচিত পরিশোধনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা তা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বর্তমানে আমাদের রাজ্য সরকারও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আগন্তুক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে পর্যায়ক্রমে গুনোৎসব কার্যসূচী রূপায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এই ব্যবস্থাটি অসম সরকার, অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন, রাজ্যিক শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষন পরিষদ, প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এটি একটি সমকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা হিসেবে নিরূপিত হবে।

প্রথম পর্যায় হিসেবে এই প্রচেষ্টায় ৮ টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে বরপেটা, চিরাং, ডিব্রুগড়, হাইলাকান্দি, কামরূপ (মেট্রো), লক্ষিমপুর, মরিগাও এবং পশ্চিম কার্বিআংলঙ জেলা সংযোজিত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ-

- অবিরত সামগ্রিক মূল্যায়নের আধারে প্রত্যেক শিশুর মান নিরূপন করে শেখন বাধাসমূহ সনাক্ত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিশুর শেখার অগ্রগতি ও সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত করা।
- বিদ্যায়তনিক সহ-বিদ্যায়তনিক ক্রিয়াকলাপ, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা ও ব্যবহার, সমাজের ফলপ্রসু অংশগ্রহণ এই সবকয়টি মূল দিক্‌গুলিকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রদর্শনের মান নিরূপেন করা।
- ফলপ্রসু কৌশল অবলম্বন করে শেখন ব্যবধানসমূহ নির্মূল করা।
- শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, প্রশাসক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা।

প্রকল্পের আকাংক্ষিত ফলাফল ঃ-

- প্রাথমিক শিক্ষা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে প্রত্যেক শিশুকে সাহায্য করা।
- অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর শেখন পর্যায় এবং শেখন ব্যবধান সনাক্ত করতে সাহায্য করা।

• উন্নতমানের প্রদর্শনের জন্য বিদ্যালয়ের সামগ্রিক দিকের বিচার ও পর্যালোচনায় সাহায্য করা।

• প্রকল্পটি সম্পর্কে সমাজে সজাগতা সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক জন ব্যক্তির সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

• প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্ণ না করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার হার অবনমিত করা।

• শিক্ষকের দায়িত্ব বর্ধনে সাহায্য করা।

মান নিরূপন ঃ-

মান নিরূপেণ সম্পর্কে প্রকল্পটিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক অন্তভূক্ত করা হয়েছে। তা হল সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদর্শন, বিদ্যালয়ের সম্পদের পর্যাপ্তও ব্যবহার যোগ্যতা, সমাজের ফলপ্রসু অংশগ্রহণ। এই মান নিরূপন প্রক্রিয়া দুই ধরনে সম্পাদিত হবে। প্রথম অবস্থায় বিদ্যালয় স্বকীয়ভাবে উপরোক্ত দিকগুলির মান নিরূপন করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মান নিরূপন বাহ্যিক মূল্যায়নকারী কর্তৃক সম্পাদিত হবে। যেখানে অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীমণ্ডল, বিধানসভার সদস্যবৃন্দ, ভারতীয় প্রশাসনিক অধিকারিক সহ বিভিন্ন বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ অধিকারিকবৃন্দ, রাজ্য সরকারের ১ ম ও ২য় শ্রেনির অধিকারিকবৃন্দ, বিশ্বাবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ওতঃপ্রতোভাবে জড়িত থাকবেন।

এই মান নিরূপন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত বিদ্যালয়গুলি হল সরকারী বিদ্যালয়/প্রাদেশীকৃত বিদ্যালয়/চা-বাগান কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়/এবং সংযুক্ত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা, যেখানে অসমীয়া, বড়ো, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী মাধ্যম ব্যবহৃত হবে। প্রকল্প অনুযায়ী ২ য় থেকে ৮ ম শ্রেনি পর্যন্ত মান নিরূপন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। মান নিরূপন প্রক্রিয়ায় অপ্টিকেল মার্ক রিকগনিশন (OMR) পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। যেখানে চারটি বিকল্প উত্তর থাকবে এবং বিগত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুথি থেকে ৭৫% এবং চলিত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুথি থেকে ২৫% এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের নম্বর নির্ধারিত হবে।

মান নিরূপনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ান্তর্গত প্রশ্নের বিপরীতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রদর্শনের উপর লিখিত টিকার ভিত্তিতে খতিয়ান পত্র প্রস্তুত করা হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার ব্যবধানসমূহ সনাক্ত করে যথোচিত পরিশেধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে যাতে তার উপর ভিত্তি করে শেখন ব্যবধানসমূহ নির্মূল করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এক প্রত্যাশিত শেখন পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

শিশুরা যে পরিবেশে বাস করে তারা সেই মতোই গড়ে ওঠে —

- যদি শিশুরা সমালোচনার মধ্যে বাস করে, তারা দোষারোপ করতে শেখে;
- যদি শিশুরা শত্রুতার মধ্যে বাস করে, তারা দ্বন্দ্ব করতে শেখে;
- যদি শিশুরা ভয়ের মধ্যে বাস করে, তারা উদ্বিগ্ন হতে শেখে;
- যদি শিশুরা সহানুভূতিশীলতার মধ্যে বাস করে তারা নিজেকেই দুঃখী বলে অনুভব করতে শেখে;
- যদি শিশুরা ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্যে বাস করে, তারা লজ্জা অনুভব করতে শেখে;
- যদি শিশুরা ঈর্ষার মধ্যে বাস করে, তারা ঈর্ষা অনুভব করতে শেখে;
- যদি শিশুরা লোকলজ্জার মধ্যে বাস করে, তারা নিজেকে অপরাধী ভাবতে শেখে;
- যদি শিশুরা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বাস করে, তারা আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে;
- যদি শিশুরা সহনশীলতার মধ্যে বাস করে, তারা ধৈর্য ধরতে শেখে;
- যদি শিশুরা ভালোবাসার মধ্যে বাস করে, তারাও ভালোবাসতে শেখে;
- যদি শিশুরা নিজের কাজের অনুমোদন লাভ করে, তারা নিজেকে ভালোবাসতে শেখে;
- যদি শিশুরা স্বীকৃতির সঙ্গে বাস করে, তারা লক্ষ্য স্থির করতে শেখে;
- যদি শিশুরা ভাবের আদান-প্রদানের সঙ্গে বাস করে তারা উদারতা শেখে;
- যদি শিশুরা সততার সঙ্গে বাস করে, তারা সত্যবাদী হতে শেখে;
- যদি শিশুরা সচ্ছ/সৎ পরিবেশে বাস করে, তারা ন্যায়পরায়ণ হতে শেখে;
- যদি শিশুরা সরলতা ও বিবেচনার সঙ্গে বাস করে, তারা অপরকে সম্মান করতে শেখে;
- যদি শিশুরা নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করে, তারা নিজের মধ্যে ভরসা রাখতে এবং অন্যের আস্থা লাভ করতেও শেখে;
- যদি শিশুরা বন্ধুর মতো বসবাস করে, তারা পৃথিবীটাকে বসবাসের সুন্দর স্থান বলে বিবেচনা করতে শেখে।

*[**উৎস** ঃ http://www.empowermentresources.com/info2/childrenlearn.html]*

২০১৭

জানুয়ারি

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

ফেব্রুয়ারী

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮				

মার্চ

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	

এপ্রিল

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
৩০						১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

মে

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১			

জুন

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

জুলাই

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
৩০	৩১					১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

আগষ্ট

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

সেপ্টেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

অক্টোবর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

নভেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

ডিসেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
৩১					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০